CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-155 ■ 6 March, 2026 ■ আগরতলা ৬ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ওয়াংখেড়েতে ভারতের তাণ্ডব, বাটলার বাহিনীকে হারিয়ে ফাইনালে 'মেন ইন ব্লু'

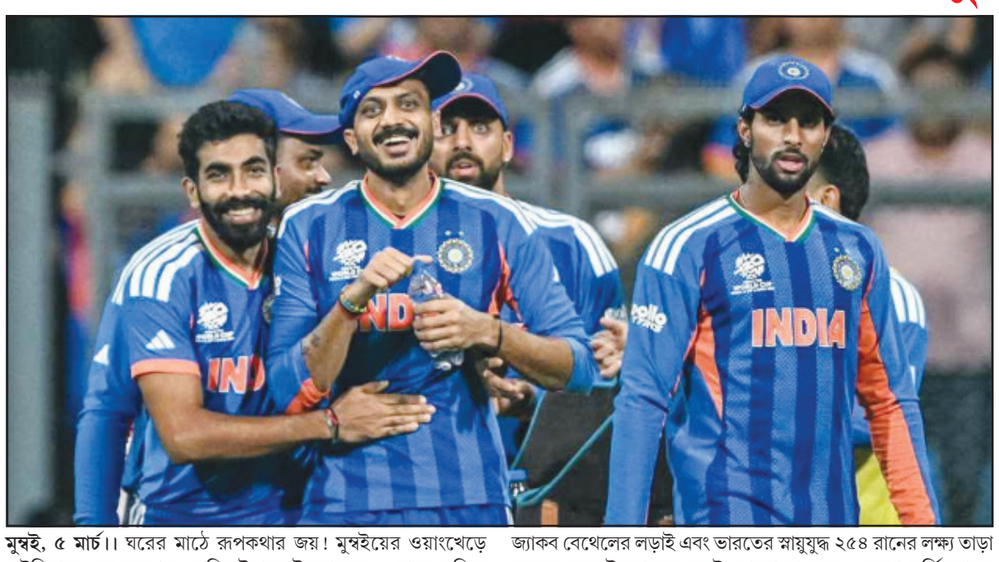

মুম্বই, ৫ মার্চ।। ঘরের মাঠে রূপকথার জয়! মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এক রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিল ভারত। সংজু স্যামসনের বিধ্বংসী ব্যাটিং আর বোলারদের ঠান্ডা মাথার বোলিংয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দিল টিম ইন্ডিয়া।

স্যামসন ঝড়ে লণ্ডভণ্ড ইংল্যান্ডের বোলিং

টসে জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল, তা শুরু থেকেই প্রমাণ করতে থাকেন ভারতীয় ব্যাটাররা। সংজু স্যামসন মাত্র ৪২ বলে ৮৯ রানের এক অতিমানবিক ইনিংস খেলেন, যা সাজানো ছিল ৭টি বিশাল ছক্কা ও ৮টি বাউন্ডারিতে। ইশান কিশানের (৩৯) সাথে তাঁর দ্রুতগতির পার্টনারশিপ ভারতকে বড় রানের ভিত গড়ে দেয়। শেষ দিকে শিবম দুবে (৪৩) এবং হার্দিক পান্ডিয়ার ক্যামিওতে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ভারত তোলে ২৫৩ রানের পাহাড়সম স্কোরযা বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

জ্যাকব বেথেলের লড়াই এবং ভারতের স্নায়ুযুদ্ধ ২৫৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডের শুরুটা ভালো না হলেও, তরুণ তুর্কি জ্যাকব বেথেল ভারতের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বেথেলের শতরান (১০৫ রান) যখন প্রায় জয় ছিনিয়ে নিচ্ছিল, ঠিক তখনই ম্যাচের মোড় ঘোরান জাসপ্রিত বুমরাহ ও হার্দিক পান্ডিয়া। শেষ ওভারে ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩০ রান।

শিবম দুবের হাতে বল তুলে দেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ডেরেক আর্চার দুটি ছক্কা হাঁকালেও ভারতের জয় আটকাতে পারেননি। ২৪৬ রানেই থামে ইংল্যান্ডের ইনিংস।

আগামী রবিবার কিউইদের (নিউজিল্যান্ড) বিরুদ্ধে মেগা ফাইনালে নামবে ভারত। পুরো দেশ এখন অপেক্ষায় বিশ্বজয়ের সেই সোনালি মুহূর্তের।

এক নজরে স্কোরবোর্ড:

ভারত: ২৫৩/৭ (২০ ওভার) - সংজু স্যামসন ৮৯, শিবম দুবে ৪৩।

ইংল্যান্ড: ২৪৬/৭ (২০ ওভার) - জ্যাকব বেথেল ১০৫, আর্চার ১৯*।

ফল: ভারত ৭ রানে জয়ী।

ভারত-ফিনল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে

উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দু'দেশের অংশীদারিত্বে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ।। নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বলেছেন, ভারত ও ফিনল্যান্ড-এর মধ্যে ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে গড়ে ওঠা নতুন কৌশলগত অংশীদারিত্ব দুই দেশের মানুষের জন্য অসংখ্য সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং উন্নত প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন পথ খুলে দেবে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করা হলে উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর হবে এবং অর্থনৈতিক ও উদ্ভাবনী সম্পর্ক শক্তিশালী হবে।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমরা ভারত-ফিনল্যান্ড সম্পর্ককে ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপ দিচ্ছি। এই অংশীদারিত্ব আমাদের দুই দেশের মানুষের জন্য অসংখ্য সুযোগ তৈরি করবে।"

এর আগে বৃহস্পতিবার ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব-এর সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ৫জি ও ৬জি টেলিকমিউনিকেশন, উন্নত ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি খাতে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানো হবে। তিনি আরও বলেন, এই

অংশীদারিত্বের আওতায় পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, সার্কুলার ইকোনমি উদ্যোগ এবং টেকসই নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যৌথভাবে কাজ করা হবে।

বৈঠকে দুই দেশ গবেষণা সহযোগিতা বাড়ানো এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার বিষয়েও সম্মত হয়েছে। ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এবং ফিনল্যান্ডের উদ্ভাবন তহবিল সংস্থা ব্যবসা ফিনল্যান্ড-এর মধ্যে যৌথ গবেষণা কর্মসূচির মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তি, স্মার্ট সিটি, হাইড্রোজেন প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক যান এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রে কাজ করা হবে।

এছাড়াও কার্বন ক্যাপচার সিস্টেম ও বিতরণকৃত শক্তি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো সবুজ প্রযুক্তিতেও সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে মানুষের যাতায়াত সহজ করতে মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি পার্টনারশিপ সংক্রান্ত একটি চুক্তিতেও সম্মতি হয়েছে। এর ফলে পেশাজীবী, ছাত্রছাত্রী, উদ্যোক্তা, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের চলাচল সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে দুই দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মধ্যে যোগাযোগ বাড়বে এবং তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবেশ সংক্রান্ত সহযোগিতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পলাতক আসামি রাজা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। এনডিপিএস মামলায় দীর্ঘদিন ধরে পলাতক আসামি রাজা সাহাকে আটক করেছে পূর্ব থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পূর্ব থানার পুলিশ। সেই অভিযানে পূর্ব থানা সংলগ্ন শনি মন্দির এলাকা থেকে রাজা সাহাকে আটক করা হয়।রাজা সাহার বাড়ি শহরের টাউন প্রতাপগড় এলাকায়। তিনি ২০২৫ সালের একটি এনডিপিএস মামলায় দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। এ বিষয়ে পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে তোলা হবে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

৫০০ টাকার বকেয়া নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ মার্চ।। মাত্র ৫০০ টাকার দোকানের বকেয়া নিয়ে খোয়াইয়ের রামচন্দ্রঘাট এলাকায় এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন মানিক ঋষি দাস নামে এক ব্যক্তি।

অভিযোগ অনুযায়ী, রামচন্দ্রঘাট এলাকার এক মুদি দোকানের মালিক সুমঙ্গল দাসের ছেলে পাপন দাস তার দুই-তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে মানিক ঋষি দাসের উপর হামলা চালায়। জানা যায়, দোকানের বকেয়া ৫০০ টাকা নিয়ে বচসার জেরে এই হামলার ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি ছাড়া এডিসির জনজাতির উন্নয়ন সম্ভব নয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। এডিসি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া জনজাতিদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আগামী এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সকলকে নিয়ে আমরা একটা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই। আজ গোমতী জেলার আঠারোভোলায় বাগমা মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এক যোগদান সভায় উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রে আগেও কয়েকবার এসেছি আমি। এই কেন্দ্রেই সবচাইতে বেশি আসতে হয়েছে আমাকে। গত পরশুদিন

বিশাল বড় র‍্যালি হয়েছে। এডিসির সদর কার্যালয়ে সেই র‍্যালি নিয়ে দিন দিল্লি থেকে ফিরে গতকালই আমি খুমলুঙে গিয়েছি। জনজাতি ভাইবোনদের নিয়ে সেখানে একটা ইতিমধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে জনজাতি ভাইবোনেরা ভারতীয় জনতা পার্টির উপর আস্থা বিশ্বাস রেখেছে। যতক্ষন পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি এডিসিতে সরকার গঠন করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত জনজাতিদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি মানে উন্নয়ন। এই পার্টির কাছে উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির এক একজন কর্মী সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করেন। যেখানে অন্যান্য পার্টির কাছে এধরণের কোন পদ্ধতি নেই। তারা শুধু নিজেদের জন্য চিন্তাভাবনা করেন, নিজের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন। তাদের কাছে প্রথমে নিজে, তার পর বাদবাকি। আর আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি হচ্ছে প্রথমে রাজ্য, দেশ, তারপর পার্টি, তারপর নিজে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন ধরে দেখছেন যারা এডিসিকে পরিচালনা করেছে কিভাবে করেছে? ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী রতন লাল নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ বাংলাদেশের সহকারি হাই কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। আজ দপ্তরে মন্ত্রী রতনলাল নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আগরতলাস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার হাসান আলবাশার আবুল উলায়ী। ভারত ও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সাক্ষাৎকারে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আন্তরিকতা, পারস্পরিক সম্মান ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে এই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানা গেছে।তিনি আরও লেখেন, আলোচনায় সীমান্তের দুই প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের উন্নয়ন ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও দৃঢ় হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

জনজাতি কমিউনিটি হল নির্মাণ ঘিরে প্রশ্নচিহ্ন

প্রশাসনিক অনুমোদনের আগেই টেন্ডার !

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ মার্চ।। ত্রিপুরার বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করতে কমিউনিটি ভিত্তিক কমিউনিটি হল নির্মাণের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ সামনে এসেছে। কিন্তু সেই উদ্যোগ ঘিরেই ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রশ্ন ও আলোচনা। অভিযোগ উঠেছে, প্রশাসনিক অনুমোদন এবং অর্থ দপ্তরের সম্মতি ছাড়াই নাকি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর নির্বাহী সদস্য কমল কলাই খুমুলুং থেকে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। ওই প্রস্তাবে রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথকভাবে কমিউনিটি হল নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।প্রস্তাব অনুযায়ী রিয়াং, মলসম, চাকমা, কৈপেং, রাংখুল, কলই, উচই, রুপিনী, করবং, ডারলং, হালাম, দেববর্মা, ত্রিপুরা, জামাতিয়া, মুরাসিং, নোয়াতিয়া, মগ, গারো, কুকি ও মিজো সহ মোট প্রায় ২৫টি জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সম্ভাব্য স্থানের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী অমরপুর, গোমতী, ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা, সিপাহিজলা, খোয়াই ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধাপে ধাপে এই কমিউনিটি হল নির্মাণের কথা উল্লেখ রয়েছে।স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সভা-সমাবেশের জন্য এই ধরনের অবকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

অনেকেই মনে করছেন, এই প্রকল্প ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুদিনের রাজ্য সফরে কাল উপরাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। দু'দিনের সফরে আগামী ৭ মার্চ রাজ্যে আসছেন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণাণ। তাঁর এই সফরকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এই সফর সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানাতে গিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার জানান, ৭ মার্চ উপ রাষ্ট্রপতি রাজ্যে আসবেন। ৮ মার্চ সকালে আগরতলায় অবস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়ালে বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। এরপর তিনি উদয়পুরে গিয়ে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো দেবেন।

এরপর ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪তম সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেবেন তিনি। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি প্রদান সহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতে অংশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। খোয়াই জেলার বাইজালবাড়ি এলাকায় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি বাইজালবাড়ি থানার অন্তর্গত মারেহাদুক এলাকার লাবণ্য চৌধুরী বিদ্যালয়ে ঘটেছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত প্রায় ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে ১৬ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে পাঁচজন যুবক মিলে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বাইজালবাড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

বাইজালবাড়ি থানার ওসি যুগল ত্রিপুরা জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরই তার নেতৃত্বে পুলিশ দ্রুত অভিযানে নামে এবং অভিযুক্ত পাঁচজনকে আটক করে। আটক অভিযুক্তরা হলবিশাল দেববর্মা, এলেন দেববর্মা, বাপি দেববর্মা, তুষার দেববর্মা এবং কাচাং দেববর্মা। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান ওসি যুগল ত্রিপুরা। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

নিখোঁজ কিশোর উদ্ধার স্বস্তি এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ মার্চ।। খোয়াইয়ের আমপুরা সরকারি ছাত্রনিবাস থেকে নিখোঁজ হওয়া এক কিশোরকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিখোঁজ কিশোরকে উদ্ধার করা হওয়ায় ছাত্রনিবাসের কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জানা গেছে, নিখোঁজ কিশোরের নাম নব কিশোর চাকমা (১২)। তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামচন্দ্রঘাটে যুব মোর্চার সভাপতির বাড়িতে হামলা, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। রামচন্দ্রঘাটে যুব মোর্চার সভাপতির বাড়িতে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন রামচন্দ্রঘাট যুব মোর্চার সভাপতি রুপক ঘোষ এবং তাঁর বৃদ্ধা মা মীরা ঘোষ। আহত অবস্থায় দু'জনকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ প্রায় শতাধিক তিপ্রা মথা কর্মী-সমর্থক রামচন্দ্রঘাট যুব মোর্চার সভাপতি রুপক ঘোষের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলার সময় রুপক ঘোষকে মারধর করা হয় এবং তাঁর মা মীরা ঘোষও হামলায় আহত হন।

জানা গেছে, আগামী ৮ মার্চ রামচন্দ্রঘাটে যুব মোর্চার উদ্যোগে একটি বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সেই র‍্যালি ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপি নেতৃত্বের।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে এ ধরনের হামলা চালানো হচ্ছে। তাদের অভিযোগ, ইতিমধ্যেই তিপ্রা মথা ছেড়ে বহু কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এর আগেও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 06-03-2026, 00:44

জাগরণ
আগরতলা,৬ মার্চ, ২০২৬ ইং
২১ ফাল্গুন, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সোশাল মিডিয়ার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ!

সোশাল মিডিয়া এখন যেন এক অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্র। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান উত্তেজনাকে কেন্দ্র করিয়া ফেসবুক, এক্স (পুরানো টুইটার) এবং টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ" শুরু হইয়া গিয়াছে এমন একটি আবহ তৈরি করা হইতেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করিয়া তৈরি করা ভিডিওগুলো এখন দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলিতেছে।সম্প্রতি এমন কিছু ভিডিও ভাইরাল হইয়াছে যাহা দেখিয়া মনে হইতে পারে বড় কোনো সংঘাত শুরু হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ২০১৭ সালের ইউক্রেন বা ইয়েমেন যুদ্ধের ভিডিওকে বর্তমানের ঘটনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইতেছে।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করিয়া তৈরি করা হইতেছে যুদ্ধের দৃশ্য। যেমনইরানি মিসাইল মার্কিন জেট ধ্বংস করিতেছে, এমন ভিডিও কোটিরও বেশি মানুষ দেখিতেছে যাহা আদতে অস্তিত্বহীন।অনেক সময় আর্নস ৩ এর মতো যুদ্ধভিত্তিক গেমের ক্লিপকে বাস্তবের ড্রোন হামলা হিসেবে প্রচার করা হইতেছে। ভারতসহ অনেক দেশেই এখন ভুয়ো ভিডিও ছড়ানোর বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনে দ্রুত ভিডিও সরাইয়া ফেলিবার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।যেকোনো উত্তেজনাপূর্ণ যুদ্ধের ভিডিও দেখিবার পর শেয়ার করিবার আগে অন্তত একবার তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া নিন। আপনার একটি ভুল শেয়ার বড় ধরনের সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করিতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাগজে-কলমে শুরু হয়নি, তাহা আরম্ভ যেন না হয়, সে নিয়া কূটনৈতিক দৌত্যের সন্ধানে দুনিয়ার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনায়ক যখন ব্যস্ত ও চিন্তিত, সেই সময় সামাজিক মাধ্যমে যেসব ভিডিও ঘুরিয়ি বেড়াইতেছে, তাহা যেন বলিয়া দিতেছে— তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর আসন্ন নয়, তাহা কার্যত শুরু হইয়া গিয়াছে! কোনও ভিডিও দেখাইতেছে ইজরায়েলের আকাশে ছড়াইয়া পড়ছে এমন আশ্চর্য রাসায়নিক, যাহা মুহূর্তে বিকল করিয়া দিবে সেখানকার ডিফেন্স সিস্টেম।কোনও ভিডিও বলিতেছে, ইরানের সামনে ইজরায়েল আর টিকিতে পারিবে না, মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের বড়কর্তা এ-কথা বলিয়াছেন। কোনও ভিডিও দেখাইতেছে--- চিন ও রাশিয়ার মধ্যে কথা হইয়া গিয়াছে।এ দু'টি 'সুপারপাওয়ার' এবার একযোগে ট্রাম্পের আমেরিকাকে পালটা দিতে প্রস্তুত। তথ্য থাকছে এসব ভিডিওয়। দেখানো হইতেছে রকমারি অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধবিমান থেকে সাবমেরিন। হঠাৎ করিয়া দেখিয়া বোঝা মুশকিল, সত্য না মিথ্যা এসব তথ্য !যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয়— এই ধরনের কথা শিশুতোষক বলিয়া মনে হয়। তাই যদি হইত, তাহা হইলে প্রতিরক্ষা খাতে এক-একটি বড় দেশের বিনিয়োগ এত বেশি কেন ? যুদ্ধ যদি ঘৃণ্য হয়, তাহা হইলে কেন বড় বড় দেশ সেরা থেকে সেরাতম যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে কালক্ষেপ করিতেছে। গবেষণা চালাইতেছে। জাতিগত বিদ্বেষ, ধর্মীয় আধিপত্য, সাম্প্রদায়িক হিংসা— সবই প্রকাশের অভিমুখ খুঁজিতেছে খতরনাক অস্ত্রসম্ভারের মধ্য দিয়া। যুদ্ধের খবরে সাধারণ মানুষ আতকে ওঠে, স্বাভাবিক। কিন্তু যুদ্ধের খবর জানিতে, বোমা ফাটিয়া শহর শতচ্ছিন্ন হইলে সেই দুর্দশা চাক্ষুষ করিতে— খুব কি ক্লান্ত বোধ করে ? যুদ্ধে পক্ষ অবলম্বন করা নিয়তি। অজান্তে, অবচেতনে আমরা তাহা করিয়া ফেলি। এবং একবার পক্ষ গ্রহণ করিয়া ফেলিলে, যুদ্ধে আর নিরপেক্ষতা থাকে না, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধের ভাল-মন্দ নিয়া কথা বলিবার অবকাশ ও পরিসর নষ্ট হইয়া যায়। সামাজিক মাধ্যমে এ ধরনের ছড়াইয়া পড়া যুদ্ধের ভিডিও হইতে পারে 'ফেক', কিন্তু তাহার চাহিদা তুঙ্গে। এর জন্য দায়ী পক্ষসমৃদ্ধ মতামত।

পশ্চিমবঙ্গে বিএলও ও বৃদ্ধের মৃত্যু, এসআইআর প্রক্রিয়ার চাপকেই দায়ী করল পরিবার

কলকাতা, ৫ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বৃহস্পতিবার এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) এবং এক বৃদ্ধের মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মৃতদের পরিবারের অভিযোগ, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পর্যবেক্ষন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে অতিরিক্ত কাজের চাপ ও মানসিক উদ্বেগের জেরেই এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মৃত বিএলওর নাম সুভিমল কারক (৫৮)। তিনি শালবনি থানার হাতিমারি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। সুভিমল কারক স্থানীয় সাবলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং একই সঙ্গে হাতিমারি বুথের বিএলও হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন।

পরিবারের দাবি, বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে শুরু থেকেই তিনি এসআইআর সংক্রান্ত দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তবুও তাঁকে বিএলও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের চাপের কারণে তিনি মানসিকভাবে চাপে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা বিকেলে মৃতের বাড়িতে যান। তিনি বলেন, এটি নির্বাচন কমিশন নয়, অত্যাচার কমিশন। মানুষ এই অত্যাচার ভুলবে না। এই ঘটনার জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। মৃতের মেয়ে সুচন্দ্রিমা কারক সাংবাদিকদের জানান, তাঁর বাবা দীর্ঘদিন ধরেই প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন। সারাদিন কাজ করতে হতো, রাত পর্যন্তও কাজ করতে হতো। বাবার আগেই হার্টের সমস্যা ছিল। তাই তিনি এই দায়িত্ব নিতে চাননি, বলেন তিনি।

এই ঘটনার পর বিএলওদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে পশ্চিম মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির মুখপাত্র অরূপ দাস বলেন, কোনও মৃত্যুই কাম্য নয়। কিন্তু এখন কেউ মারা গেলেই তৃণমূল নির্বাচন কমিশনের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। এই নোংরা রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত। অন্যদিকে, নদিয়ার রানাঘাটে আরও এক বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। মৃতের নাম জয়দেব দত্ত (৬২)। পরিবারের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, জয়দেব দত্তের কাছে তাঁর বাবার সম্পূর্ণ নথি ছিল না। শুনানির সময় তিনি নিজের কিছু নথি জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর নিজের নাম 'বাদ পড়া' তালিকায় দেখে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং বৃহস্পতিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি।

মার্কিন-ইসরায়েলি 'অপরাধমূলক সামরিক আগ্রাসনের' জবাব দেওয়া হবে: ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (আইএএনএস): যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কথিত "অপরাধমূলক সামরিক আগ্রাসনের" বিরুদ্ধে ইরান শক্ত প্রতিক্রিয়া জানাবে বলে সতর্ক করলেন ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ ফাথালি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, সংঘাতের সূচনা ইরান করেনি, তবে প্রয়োজনে তেহরান কঠোর জবাব দেবে।

রাষ্ট্রদূত ফাথালি জানান, ইরান তখনও আলোচনার টেবিলে ছিল, কিন্তু সেই প্রক্রিয়াকেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, আমরা আলোচনার টেবিলে ছিলাম। তারা সেই আলোচনার টেবিল ধ্বংস করেছে। তারাই যুদ্ধ শুরু করেছে। আমরা অপরাধমূলক সামরিক আগ্রাসনের শিকার। আমরা ঘোষণা করেছি যে আমরা জোরালোভাবে প্রতিক্রিয়া জানাব। তিনি অভিযোগ করেন, হামলার প্রথম দিকেই বেসামরিক এলাকাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। তাঁর দাবি, একটি হামলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং সেখানে ১৬০ জন ছাত্রী নিহত হয়। এ ঘটনাকে তিনি "ভয়াবহ" বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, সামরিক লক্ষ্যবস্তুর বাইরে গিয়ে সংঘাতকে আরও তীব্র করে তোলা হয়েছে।

ভারত মহাসাগরে একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজে মার্কিন সাবমেরিন হামলার খবর প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে অবগত। তাঁর কথায়, তারা খরচ ও লাভের হিসাব করে এবং সৌভাগ্যবশত তারা ইরানের ক্ষমতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানে। আমরা যুদ্ধ চাই না, তারাই যুদ্ধ শুরু করেছে। কিন্তু যুদ্ধ কতদিন চলবে, তা আমাদের হাতেও নির্ভর করছে।

হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যেতে পারেএমন জল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ফাথালি বলেন, এ বিষয়ে এখনও কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত হয়নি। এই বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই, তিনি জানান। প্রতিবেশী অঞ্চলে হামলার অভিযোগ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইরান প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর আক্রমণ করে না এবং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। তবে যেসব ঘাঁটি থেকে ইরানের ওপর হামলা চালানো হবে, সেগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হতে পারে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

ভারতের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত বলেন, দিল্লির সঙ্গে তেহরানের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং তা আরও জোরদার করার বিষয়ে ইরান আগ্রহী। তাঁর বক্তব্য, ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চাই।

একই সঙ্গে তিনি জানান, ইরান যুদ্ধ ও শান্তি দুই পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুত। তবে দেশটি শান্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়। তাঁর কথায়, ইরান যুদ্ধ ও শান্তিদুটির জন্যই প্রস্তুত, কিন্তু আমরা অবশ্যই শান্তিকেই প্রাধান্য দিই। দুর্ভাগ্যবশত তারাই যুদ্ধ শুরু করেছে। পশ্চিম এশিয়ায় দ্রুত বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যে এই মন্তব্য সামনে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালী বা গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রুটে কোনো ধরনের বিঘ্ন ঘটলে তা বিশ্ব জ্বালানি বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে, যার প্রভাব ভারতের তেল ও গ্যাস সরবরাহের ওপরও পড়তে পারে।

কংগ্রেস শুনানিতে উত্তপ্ত বিতর্ক সীমান্তে কড়াকড়ি নীতির পক্ষে সাফাই মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রধানের

ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ (আইএএনএস): মার্কিন কংগ্রেসের এক উত্তেজনাপূর্ণ শুনানিতে অভিবাসন নীতি ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র প্রশ্নের মুখে পড়লেন মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সচিব ক্রিস্টি নোয়েম। শুনানিতে ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা প্রশাসনের কড়া অভিবাসন অভিযান এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ নীতির তীব্র সমালোচনা করলেও, নোয়েম প্রশাসনের অবস্থানকে দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় বলে দাবি করেন। বুধবার (স্থানীয় সময়) কংগ্রেস কমিটির সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নোয়েম বলেন, ২০০১ সালের সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রে স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা দপ্তর গঠিত হয়েছিল দেশের সুরক্ষার জন্য। তাঁর কথায়, ৯/১১—এর হামলার পর আমাদের দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এই দপ্তর তৈরি করা হয়েছিল। তিনি দাবি করেন, প্রশাসন সীমান্তে কঠোর নজরদারি বাড়িয়েছে এবং আগের প্রশাসনের বেশ কিছু নীতি বদলানো হয়েছে। নোয়েম জানান, গত দশ মাসে সীমান্ত টহল বাহিনী একজনও অবৈধ অভিবাসীকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। নোয়েম আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার প্রথম বছরেই তিন মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাঁর মতে, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়ার আহ্বানের ফলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সীমান্তে কড়াকড়ি বাড়ানোর ফলে মাদক পাচারও কমেছে বলে দাবি করেন নোয়েম। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে ফেন্টানিল পাচার ৫৬ শতাংশ কমেছে। এছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ১,৫০০-র বেশি সন্দেহভাজন বা পরিচিত সন্ত্রাসবাদী এবং ৭,৭০০-র বেশি গ্যাং সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। শুনানিতে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা নোয়েমের অবস্থানকে সমর্থন করেন। কমিটির চেয়ারম্যান জিম জোর্ডান বলেন, আগের প্রশাসনের সময় চার বছরে ৮ থেকে ১০ মিলিয়ন মানুষ অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। তিনি তথাকথিত "স্যানকচুয়ারি জুরিসডিকশন" বা এমন শহর ও রাজ্যগুলিরও সমালোচনা করেন, যেখানে ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা সীমিত রাখা হয়। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তীব্র প্রশ্ন তোলেন। কমিটির র‍্যাঙ্কিং সদস্য জেমি রাসকিন মিনিয়াপোলিসে ফেডারেল এজেন্টদের অভিযানে বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে নোয়েমকে প্রশ্ন করেন। তাঁর অভিযোগ, সে সময় ঘটনাটিকে "ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদ" বলে উল্লেখ করে দপ্তর পরিস্থিতিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিল। জবাবে নোয়েম বলেন, ওই ঘটনাগুলির তদন্ত এখনও চলমান, তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

এদিকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কংগ্রেসওম্যান প্রমিলা জয়াপাল অভিযোগ করেন, প্রশাসনের পদক্ষেপে নাগরিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তাঁর কথায়, আপনারা আসলে মার্কিন সরকারকেই দেশের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। তবে নোয়েম এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, অভিবাসন দপ্তরের কর্মকর্তারা কঠোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তারা আইন মেনেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান পরিচালনা করেন।

শুনানিতে অভিবাসন নীতির পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা দপ্তরের ব্যয়, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়েও প্রশ্ন ওঠে। এর মধ্যে ফেডারেল দুর্যোগ ত্রাণে বিলম্ব এবং অভিবাসন নীতি প্রচারের জন্য ২২ কোটি ডলারের বিজ্ঞাপন প্রচার নিয়েও আলোচনা হয়।

সব অভিযোগের জবাবে নোয়েম বলেন, তাঁর দপ্তরের প্রধান লক্ষ্য দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা। তাঁর বক্তব্য, আমরা আইন কার্যকর করি এবং আমাদের মাতৃভূমিকে সুরক্ষিত রাখি।

ওড়িশায় রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন মনমোহন সামল, সুজিত কুমার ও বিজেপি সমর্থিত দিলীপ রায়

ভুবনেশ্বর, ৫ মার্চ : মনমোমহন সামাল, সুজিত কুমার এবং বিজেপি সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ রায় বৃহস্পতিবার রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরন মাঝি, উপমুখ্যমন্ত্রী কে ভি সিং দেও ও প্রাভতি পারিদা, বিজেপির ওড়িশা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বিজয়পাল সিং তোমার সহ শাসকদলের একাধিক শীর্ষ নেতা। রাজ্যসভা দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনেই তাঁরা রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রার্থীপত্র দাখিল করেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে মনমোহন সামল জানান, ওড়িশার উন্নয়ন এবং জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখেই বিজেপি এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি জাতীয় স্তরে তুলে ধরা এবং ওড়িশার ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চিত করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, দলের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য রয়েছে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যসভা নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক জল্পনা তিনি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, বিজেপি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নিয়ে বিরোধীদের বক্তব্যের বদলে গঠনমূলক রাজনীতিতেই বিশ্বাসী। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, দল সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ রায় সহজেই জয়লাভ করবেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর দিলীপ রায় বলেন, এই নির্বাচনে লড়ার জন্য বিজেপি দল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবিন, মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি এবং মনমোহন সামলসহ সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আজ মনোনয়ন জমা দিয়েছি, আগামীকাল থেকে প্রচার শুরু করব। ২০০২ সালের মতোই সমর্থন পাব এবং নির্বাচনে জয়ী হব বলে আশা করছি। উল্লেখ্য, মনমোহন সামল ২০০০ সালে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রবীণ রাজনীতিবিদ দিলীপ রায় ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন এবং ২০০২ সালে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক-এর জন্য বড় ধাক্কা সৃষ্টি করেছিলেন, কারণ সে সময় বেশ কয়েকজন বিধায়কের ক্রস ভোটিংয়ের অভিযোগ উঠেছিল। অন্যদিকে, বর্তমান রাজ্যসভা সদস্য সুজিত কুমারের মেয়াদ আগামী এপ্রিল মাসে শেষ হতে চলেছে। তাঁকেই আবারও বিজেপি রাজ্যসভা প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তিনি বলেন, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব আবারও আমার ওপর আস্থা রেখেছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। বাবা-মায়ের আশীর্বাদ এবং যারা এতদিন আমাকে সমর্থন ও পথনির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের প্রতিও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিবেশ সহযোগিতায় ভারত—ফিনল্যান্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক নবায়ন

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : পরিবেশ সংক্রান্ত সহযোগিতা আরও জোরদার করতে ভারত ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (মৌ) নবায়ন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ভারতের কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং ফিনল্যান্ডের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সারি মুলটালা এই সমঝোতা স্মারক নবায়ন করেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ভূপেন্দ্র যাদব জানান, ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের সহযোগিতা আরও গভীর হবে।

নবায়িত এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় বায়ু ও জল দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (দূষিত মাটি পুনরুদ্ধারসহ), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (বিপজ্জনক বর্জ্য, বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন ও পুনর্ব্যবহার), চক্রাকার অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বন ব্যবহারে স্বল্প-কার্বন সমাধান, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন, পরিবেশ ও বন পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা হবে। এছাড়া সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার এবং সমন্বিত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনাতেও যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। চক্রাকার অর্থনীতি নিয়ে লক্ষ্যভিত্তিক সংলাপ ও যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনাও দুই পক্ষ পর্যালোচনা করেছে।

উল্লেখ্য, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার স্টাব-এর ভারত সফরের অংশ হিসেবেই মন্ত্রী সারি মালতালা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রয়েছেন। এদিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে ডিজিটালাইজেশন, টেকসই উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও সেমিকন্ডাক্টরসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে উভয় দেশ সম্মত হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই উন্নয়নকে কেন্দ্র করে ভারত ও ফিনল্যান্ড তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপ দিতে সম্মত হয়েছে। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে নির্ভরযোগ্য অংশীদারিত্ব গড়ে উঠলে প্রযুক্তি পরিবেশ এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল আরও শক্তিশালী হবে।

দুই দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে ব্যস্ত কর্মসূচি নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের

কলকাতা, ৫ মার্চ : নির্বাচন কমিশন (ইসি) জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের দুই দিনের সফরে আসছে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এবং এই সফরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ব্যস্ত কর্মসূচি নির্ধারিত হয়েছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ৮ মার্চ রাতে কলকাতায় পৌঁছবে। ৯ ও ১০ মার্চএই দুই দিনে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার নথিপত্রের 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' শ্রেণিতে পড়া মামলাগুলির বিচারিক নিষ্পত্তির চলমান প্রক্রিয়া এবং চলতি বছরের শেষের দিকে নির্ধারিত বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের একটি সূত্র জানিয়েছে, ৯ মার্চ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিভিন্ন স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। প্রতিটি দলকে তাদের বক্তব্য রাখার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হবে। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল কমিশনের সামনে বিচারিক নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেবেন, যা প্রায় ৩০ মিনিট চলবে। এরপর ৯ মার্চ দুপুর ১টা ১৫ মিনিট থেকে ১টা ৩০ মিনিটের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন নিরাপত্তা ও তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। ওই বৈঠকে প্রায় ২৪টি সংস্থার প্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। এই বৈঠকের মধ্য দিয়েই ওই দিনের কর্মসূচি শেষ হবে। ১০ মার্চ সকাল ১০টা থেকে রাজ্য সরকারের শীর্ষ আমলা ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করবে কমিশন। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহাপরিচালক পিয়ুশ পান্ডে। প্রায় ১০ ঘন্টা ধরে চলতে পারে ওই বৈঠক। এরপর কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক, সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক এবং বুথ-স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করবে। সব কর্মসূচি শেষ করে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ১০ মার্চই দিল্লিতে ফিরে যাবে।

রাজ্যসভায় নীতীশ কুমারের মনোনয়ন ঘিরে পাটনায় জেডি (ইউ) কর্মীদের বিক্ষোভ

পাটনা, ৫ মার্চ (আইএএনএস): বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বৃহস্পতিবার পাটনায় জেডি(ইউ) কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন থেকে দলীয় রাজ্য দফতর পর্যন্ত একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ, স্লোগান এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। দলীয় দফতরের ভেতরেও ক্ষুব্ধ কর্মীরা স্লোগান দিতে থাকেন এবং আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন বলে জানা গেছে। বিক্ষোভকারীরা দলের একাধিক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং, জেডি(ইউ)-এর কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা, বিহার মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরী এবং অশোক চৌধুরী। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দলের এই প্রবীণ নেতারা বিজেপি-র সঙ্গে মিলে দলকে দুর্বল করার এবং নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর চক্রান্ত করছেন। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন জেডি(ইউ) বিধান পরিষদ সদস্য সঞ্জয় গান্ধীকে দলীয় দফতরে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ধাক্কাধাক্কি করেন বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, স্লোগানের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য তাঁকে দফতর থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি। পরে তিনি প্রধান ফটক দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। দলের বহু কর্মীর দাবি, নীতীশ কুমারের রাজ্যসভায় যাওয়া স্বেচ্ছায় নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ, যার ফলে বিহারে বিজেপির কোনও নেতা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। বৃহস্পতিবারই নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে। এই ঘটনাকে বিহারের নেতৃত্বে সম্ভাব্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সম্ভাবনা জেডি(ইউ)-এর একাংশের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নীতীশ কুমারের ভগ্নিপতি অনিল কুমারও এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মন্তব্য, নীতীশ কুমার ছাড়া বিহার যেন বিধবা হয়ে যাবে। মাঝপথে মুখ্যমন্ত্রীর মেয়াদ ছেড়ে তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো উচিত নয় বলেও তিনি দাবি করেন। নীতীশ কুমারের নিজ গ্রাম কল্যান বিঘা-তেও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। গ্রামবাসীদের একাংশের বক্তব্য, বিহার নীতীশ কুমারের মতো ভালো রাজনৈতিক নেতা আর পায়নি। তাঁদের মধ্যে অনেকে রাজ্যে মদ নিষেধাজ্ঞা আইন এবং আইনশৃঙ্খলার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিছু বাসিন্দা আবার অভিযোগ করেন, নীতীশ কুমারের রাজ্যসভায় যাওয়া "রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত" সিদ্ধান্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে কয়েকজন গ্রামবাসী নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্ত কুমারের সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রবেশকে সমর্থন জানালেও, মুখ্যমন্ত্রীর বিহারের নেতৃত্ব ছাড়ার বিরোধিতা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে আবেগঘন দৃশ্যও দেখা যায়। কয়েকজন জেডি (ইউ) কর্মী ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন। কেউ কেউ আত্মাহুতির মতো চরম পদক্ষেপের হুমকিও দিয়েছেন বলে জানা গেছে, যার ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নীতীশ কুমারের রাজ্যসভায় যাওয়া বিহারের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন আনতে পারে এবং শাসক এনডিএ জোটের ভেতরেও নতুন টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। আগামী কয়েক দিন জেডি (ইউ) ও এনডিএ উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

'পুথুযুগ যাত্রা'র সমাপ্তিতে তিরুবনন্তপুরমে জনসভা, ভাষণ দেবেন রাহুল গান্ধী

তিরুবনন্তপুরম, ৫ মার্চ (আইএএনএস): কেরালার বিরোধী দলনেতা ভি. ডি. সতীশান-এর নেতৃত্বে গত ৬ ফেব্রুয়ারি কাসারগোড থেকে শুরু হওয়া একমাসব্যাপী 'পুথুযুগ যাত্রা' শনিবার রাজ্যের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে শেষ হবে। যাত্রার সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

সতীশান জানান, যাত্রার শেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে তিরুবনন্তপুরমের পুথারিকান্দম ময়দানে। তাঁর দাবি, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ-এর এই যাত্রা রাজ্যে ক্ষমতাসীন এলডিএফ সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। তিনি বলেন, এই যাত্রায় শুধু দলীয় কর্মীরাই নয়, বিভিন্ন জেলার সাধারণ মানুষও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে যুবক ও মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। সতীশানের কথায়, এই পদযাত্রা শুধু সরকারের সমালোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং কেরালার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, কৃষি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, রাজ্যের অর্থনীতি এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইউডিএফ স্বাস্থ্য ও উচ্চশিক্ষা খাত নিয়ে আলাদা ভিশন ডকুমেন্টও প্রকাশ করেছে। সতীশান জানান, প্রতিটি জেলায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের পরিবর্তে সাধারণ মানুষকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

মধ্যমগ্রামে আগুনে মৃত্যু ১, দগ্ধ একাধিক

কলকাতা, ৪ মার্চ (আইএএনএস): হোলির দিন উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন দগ্ধ হয়েছেন। বুধবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

দগ্ধদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মধ্যমগ্রাম রেলস্টেশনের পাশের সারি সারি দোকানে আগুন লাগে। হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পরপর কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এরপরই আগুন দ্রুত এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পাশাপাশি মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশও সেখানে পৌঁছায়।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, মধ্যমগ্রাম স্টেশন রোডের একটি রেস্তোরাঁ, একটি মিষ্টির দোকান-সহ বেশ কয়েকটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে।

আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে দমকলের প্রাথমিক অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় প্রথমদিকে দমকল কর্মীদের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যা হচ্ছিল। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নেভানোর পর একটি পুড়ে যওয়া দোকানের ভেতর থেকে দমকলকর্মীরা একটি দগ্ধ দেহ উদ্ধার করেন।

বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগর আজিঙ্ক্য অনন্ত বলেন, "আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই দমকল ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ চলছিল।

"ঘটনাস্থলে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়ে পড়েছিলেন। ভিড় বাড়ায় দমকলের কাজে বিঘ্ন ঘটছিল, তাই তাঁদের এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।"

তিনি আরও জানান, ঠিক কতগুলি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে চার থেকে পাঁচটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে নিহত এক মাওবাদী, উদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র

দান্তেওয়াড়া, ৫ মার্চ (আইএএনএস): ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া ও বিজাপুর সীমান্তবর্তী ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এক সশস্ত্র মাওবাদী নিহত হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

নিহত মাওবাদীর নাম রাজেশ পুনেম। তিনি ভৈরমগড় এরিয়া কমিটির সদস্য ছিলেন এবং তাঁর মাথার ওপর ৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া দেহ ও সামগ্রী সতর্কতার সঙ্গে দান্তেওয়াড়া জেলা সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য আইইডি বা অতর্কিত হামলার আশঙ্কায় রোড ওপেনিং পার্টি মোতায়েন করে এবং এলাকা দখল করে রেখে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৩ মার্চ গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে গুমলনার, গিরসাপারা এবং নেলগোড়া গ্রামের মাঝামাঝি পাহাড়ি এলাকায় অস্ত্র ও নকশাল সামগ্রীর একটি গোপন মজুত রয়েছে।

এই তথ্যের ভিত্তিতে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড এবং বাস্তার ফাইটার্স-এর যৌথ দল দুপুর প্রায় ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ অভিযানে বের হয়।

তল্লাশি চালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হওয়ার সময় হঠাৎ ভৈরমগড় এরিয়া কমিটির ৮ থেকে ১০ জন সশস্ত্র মাওবাদী অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করে। বেআইনি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে তারা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করে অস্ত্র লুটের চেষ্টা করে।নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত আশ্রয় নিয়ে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। তবে মাওবাদীদের গুলি চলতে থাকায় আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালানো হয়।পাল্টা অভিযানে চাপে পড়ে মাওবাদীরা জঙ্গলের ঘন অন্ধকার ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকার সুযোগ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে এক সশস্ত্র মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া উদ্ধার হয়েছে একটি এসএলআর রাইফেল, একটি ইনসাস রাইফেল, একটি পিস্তল ও ম্যাগাজিন, একটি ওয়াকিটকি সেট, একাধি ম্যাগাজিন ও জীবন্ত গুলি-সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ।পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনীর কোনও সদস্য আহত হননি। দান্তেওয়াড়া জেলা পুলিশের দাবি, সফলভাবে এই মাওবাদী বিরোধী অভিযান সম্পন্ন হয়েছে।

বসন্তবরণে কবি সম্মেলন ৭ মার্চ, রাঙ্গুটিয়া পাতার বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: ফাল্গুনের আবহে আগামী ৭ মার্চ বামুটিয়া বিধানসভার রাঙ্গুটিয়া পাতার বাজারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বসন্তবরণে কবি সম্মেলন। সাহিত্যপত্র সমতট-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মিলনমেলা ঘটবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল ১১টার মধ্যে সকল আমন্ত্রিত অতিথিকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সমতট পত্রিকার দুই সম্পাদক শচীন পাঠক ও খোকন রায় এক যৌথ আহ্বানে জানান, প্রকৃতি ও কবিতার মেলবন্ধনে এদিন এক মননশীল পরিবেশ গড়ে তোলাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। কবিতার ভাষায় সময় ও সমাজকে নতুন করে ভাবার একটি পরিসর তৈরি হবে বলেও তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে প্রকাশিত হবে সমতটের বিশেষ সংখ্যা। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের নির্বাচিত রচনা, সমকালীন ভাবনার বিশ্লেষণ এবং বহুমাত্রিক সাহিত্যচর্চার উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটি বসন্ত উপলক্ষে প্রকাশ করা হবে।আয়োজকদের দাবি, জঙ্গলমহলের প্রাকৃতিক পরিবেশে আয়োজিত এই কবি সম্মেলন শুধু একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং সাহিত্যচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হয়ে উঠবে। কবিতা পাঠ, আলোচনা এবং মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৫ মার্চ: মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজে মঙ্গলবার বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উদযাপিত হয়। বেলা ১১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কলেজের স্মার্ট ক্লাসরুমে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম পিএমশ্রী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সঞ্জয় দেবনাথ। পৌরহিত্য করেন এমএমডি কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। দিবসের থিম, 'ঔষধি ও সুগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ: স্বাস্থ্য, ঐতিহ্য এবং জীবিকা সংরক্ষণ'।

লক্ষ্য: মানব স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থানীয় জীবিকা বজায় রাখতে উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থলের ক্ষতি, অতিরিক্ত গাছ কাটা ও বন্য প্রাণীর ধ্বংস এবং ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যপ্রানী ও উদ্ভিদ চাপের সম্মুখীন, অবলুপ্তির পথে তা আবগত করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকদের বক্তব্যে কথাগুলো উঠে আসে।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ জাতীয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে, বর্তমান প্রযুক্তির অগ্রগতির অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে কথা বলেন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সঠিক তথ্য ব্যবহারের আবেদন করেন। সংরক্ষণে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের করতে বলেন। জনমানসে যৌক্তিক চিন্তা ভাবনার প্রসারে সবাইকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন কলেজের উদ্যোগে এই দিবস পালনের উদ্দেশ্যই হল যত বেশী সম্ভব যুবসমাজকে বিজ্ঞান মনস্কতায় অনুপ্রাণিত করা। তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি জৈববৈচিত্র্য সংকট নিরসনে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ও ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন অতিথি অধ্যাপক ড. রাহুল সাহা ও রঞ্জিত দেবনাথ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অতিথি অধ্যাপিকা রিমি চক্রবর্তী।

প্রো-ইরান বিক্ষোভের পর কাশ্মীরে পরিস্থিতির উন্নতি, আজও জারি বিধিনিষেধ

শ্রীনগর, ৫ মার্চ (আইএএনএস): প্রো-ইরান বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনার পর কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের দিকে ফিরতে শুরু করেছে। তবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বৃহস্পতিবারও বিভিন্ন এলাকায় বিধিনিষেধ জারি রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় আয়াতোল্লা আলি খামেনি-র মৃত্যুর প্রতিবাদে উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রশাসন জানিয়েছে, গোটা উপত্যকায় আজও কোনও ধরনের জমায়েত বা বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হবে না। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে।

শ্রীনগর ও অন্যান্য জেলায় বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে ব্যারিকেড ও অবরোধ বসানো হয়েছে। বিশেষ করে শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিধিনিষেধ আরও কড়াভাবে কার্যকর করা হচ্ছে।

তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জারি থাকলেও উপত্যকার পরিস্থিতির উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্রীনগর-এর আপটাউন এলাকায় এবং অন্যান্য জেলা সদর শহরে মানুষ ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বাইরে বেরোতে শুরু করেছেন। শহরের কেন্দ্রস্থল লাল চক এলাকায় এখনও কাঁটাতার, টিনের ব্যারিকেড ও অবরোধ বসানো রয়েছে। তবে আপটাউন শ্রীনগরের অন্য এলাকাগুলিতে দোকানপাট স্বাভাবিকভাবে খুলতে শুরু করেছে।

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর তরফেও সাধারণ মানুষের প্রতি কিছুটা নমনীয়তা দেখা গেছে। অন্যান্য জেলা সদর থেকেও খবর পাওয়া গেছে যে বাজার ধীরে ধীরে খুলছে এবং মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বেরোচ্ছেন।

শ্রীনগর শহরের পুরনো অংশ বাদে অন্যান্য এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি দফতরের কর্মীরাও কাজে যোগ দিতে বেরিয়েছেন।

তবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আজও বন্ধ রয়েছে এবং ৭ মার্চের পর পুনরায় খোলার কথা জানানো হয়েছে। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাস্টার ইউনিভার্সিটি এবং সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ৭ মার্চ পর্যন্ত নির্ধারিত সব পরীক্ষা স্থগিত করেছে।

ইন্টারনেট পরিষেবা আপাতত ২জি গতিতে চালু থাকলেও প্রিপেইড মোবাইল পরিষেবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।এদিকে ইন্টারনেটে উসকানিমূলক পোস্ট করার অভিযোগে কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাংসদ আগা সাইয়েদ রুহুল্লাহ মেহদি এবং শ্রীনগরের প্রাক্তন মেয়র জুনায়েদ আজিম মাট্টু।উল্লেখ্য, ইরানে সাম্প্রতিক ঘটনায় নিহতদের জন্য বুধবার শ্রীনগরে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং মানুষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করার অনুরোধ করেন।

মাতুয়া ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ মমতার

কলকাতা, ৫ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মাতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রাক্তন প্রধান বিনাপানি দেবী-র মৃত্যুবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার কেন্দ্র সরকার এবং ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে অনেক মাতুয়া ভোটারকে পরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

মাতুয়ারা মূলত বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দু পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন। তাঁদের বড় অংশ উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়া জেলায় বসবাস করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের ষড়যন্ত্রের কারণে মাতুয়া ভাই-বোনদের এক অনিশ্চিত ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে রাজনৈতিক খেলা চলছে। তাঁদের পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বিশেষ পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "যাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই দেশের নাগরিক এবং যাঁদের ভোটে সরকার গঠিত হয়েছে, আজ তাঁদেরই নতুন করে নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলা হচ্ছে।"

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি এই "অন্যায়" কোনওভাবেই মেনে নেবেন না।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, বিশেষ করে আমার মাতুয়া ভাই-বোনদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চেষ্টা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। বাংলার মানুষের উপর কোনও অত্যাচার আমরা হতে দেব না। এই বিশেষ দিনে এটাই আমার অঙ্গীকার।"

উল্লেখ্য, শুক্রবার থেকে কলকাতার এসপ্ল্যানেডে এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় বসার কর্মসূচি নিয়েছেন। তবে এই ধর্না কতদিন চলবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অযথা মাতুয়া সম্প্রদায়কে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন।তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগেই আশ্বাস দিয়েছেন যে কোনও মাতুয়া নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন না বা কাউকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী যতই উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, তিনি সফল হবেন না।"প্রসঙ্গত, চলতি মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা রাজ্যসভা নির্বাচনে রাহুল সিনহা বিজেপির একমাত্র প্রার্থী।

অসমে নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দিলেন কংগ্রেসের সাসপেন্ড হওয়া ৩ বিধায়ক

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে অসমের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হল। কংগ্রেসের সাসপেন্ড হওয়া তিন বিধায়ক বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন।

বিজেপির রাজ্য সদর দফতর 'অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবন'-এ এক অনুষ্ঠানে ওই তিন বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ, বসন্ত দাস এবং শশীকান্ত দাস বিজেপিতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ সইকিয়া সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতারা।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন, অসম এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানান, বিজেপির নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে এবং রাজ্য ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে তাঁরা আগ্রহী।

কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে পুরকায়স্থ বলেন, তোষণের রাজনীতি দলের সাংগঠনিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাঁর দাবি, কংগ্রেস যদি তাদের আদর্শগত অবস্থান পুনর্বিবেচনা না করে, তবে ভবিষ্যতে দলটি আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

বসন্ত দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যে যে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তা তাঁকে বিজেপিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর মতে, বর্তমান সরকারের আমলে তাঁর বিধানসভা এলাকায় দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে এবং তিনি সেই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে চান।অন্যদিকে শশীকান্ত দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শর্মার উদ্যোগে রাজ্যের মানুষকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধীর সময়ে যে কংগ্রেস গড়ে উঠেছিল, বর্তমান কংগ্রেস আর সেই দল নয়।

তাঁর দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আবারও ক্ষমতায় ফিরবে এবং কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হিসেবেও উঠে আসতে সমস্যায় পড়তে পারে।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অসমে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। বিজেপি ও কংগ্রেস উভয় দলই নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করতে এবং নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত।

নীতীশের রাজ্যসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্তে জল্পনা 'জনমতের বিরুদ্ধে' বলে কটাক্ষ তেজস্বীর

পাটনা, ৫ মার্চ: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য নেতৃত্ব পরিবর্তন নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেতা ও আরজেডির জাতীয় কর্মাধ্যক্ষ তেজস্বী যাদব।

তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেন, ভারতীয় জনতা পার্টি কখনওই নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাখতে চায়নি।

তিনি বলেন, "আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে বিজেপি নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় ।। এখন আমাদের সেই কথাই সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে।"

তেজস্বীর দাবি, বিহারের সাধারণ মানুষও এই ক্ষমতা পরিবর্তনের পক্ষে নয়। তাঁর মতে, ২০২৪ সালে নীতীশ কুমার যখন মহাজোট ছেড়ে এনডিএ-র সঙ্গে সরকার গঠন করেন, তখনই আরজেডি সতর্ক করেছিল যে বিজেপি জনতা দল (ইউনাইটেড)-কে দুর্বল করার চেষ্টা করছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "ওরা নীতীশ কুমারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জেডিইউ-কে ধ্বংস করতে চাইছে।"

এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা-ও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যসভায় যাওয়ার বিষয়ে নীতীশ কুমারের সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্ট তাঁর স্বাভাবিক ভাষাশৈলী নয়।

মনোজ ঝা বলেন, "এটা নীতীশ কুমারের ভাষা নয়। আমরা বিরোধিতায় এবং সমর্থনেদুই অবস্থাতেই তাঁর পাশে থেকেছি। এই টুইট দিল্লিতে লেখা হয়েছে।"তিনি আরও মন্তব্য করেন, মহারাষ্ট্রে বিজেপি যে রাজনৈতিক পরীক্ষা চালিয়েছিল, বিহারে তা সফল হবে না।এর আগে বৃহস্পতিবার নীতীশ কুমার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন যে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হতে চান, যা কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পাশাপাশি তিনি বিহারের মানুষের প্রতি আস্থা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। এই ঘোষণার পর পাটনায় রাজনৈতিক তৎপরতা তীব্র হয়েছে এবং শিগগিরই নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন নীতীশ কুমার, নিজেই ঘোষণা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

পাটনা, ৫ মার্চ (আইএএনএস): বিহারের রাজনীতিতে নাটকীয় মোড় এনে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ঘোষণা করলেন, তিনি এবার রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান।

বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক বার্তায় তিনি এই ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি জানান, দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিহারের মানুষ তাঁর ওপর আস্থা ও সমর্থন রেখেছেন, যার ফলে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

নীতীশ কুমার বলেন, মানুষের এই আস্থার ফলেই বিহারের উন্নয়ন হয়েছে এবং জাতীয় স্তরেও রাজ্যের মর্যাদা বেড়েছে। এজন্য তিনি রাজ্যের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও জানান, তাঁর সংসদীয় জীবনের শুরু থেকেই বিহার বিধানসভা ও সংসদের দুই কক্ষেরই সদস্য হওয়ার ইচ্ছা ছিল। সেই লক্ষ্য থেকেই এবার তিনি রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিহারের মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট থাকবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, একটি উন্নত বিহার গড়ার লক্ষ্যে তাঁর অঙ্গীকার অটুট থাকবে এবং যে নতুন সরকার গঠিত হবে তাকে তিনি পূর্ণ সমর্থন ও পরামর্শ দেবেন।

নীতীশ কুমারের এই ঘোষণার পরেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তৎপরতা বেড়েছে। তাঁর রাজ্যসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ঘিরে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর ভেতরেও কিছু অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বলে খবর।

এদিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। প্রধান দুই গেটে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং আশপাশের এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে। পুরো এলাকাকে কার্যত উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ে পরিণত করা হয়েছে।

সকালের পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে জড়ো হন জেডিইউ কর্মীরা। তাঁরা "নীতীশ কুমার জিন্দাবাদ" স্লোগান দিতে থাকেন।

কর্মীদের অনেকেই বলেন, রাজ্যের মানুষ নীতীশ কুমারকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ম্যান্ডেট দিয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

রাজ্যসভায় যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত বিহারের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এতে রাজ্যের নেতৃত্ব কাঠামোতে পরিবর্তন আসতে পারে এবং নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।

জনগণনা ২০২৭-এর জন্য ৪টি ডিজিটাল টুল চালু ৩০ লক্ষের বেশি আধিকারিক মোতায়েন হবে

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: আসন্ন জনগণনা ২০২৭ উপলক্ষে চারটি নতুন ডিজিটাল টুল চালু করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি জনগণনার জন্য 'প্রগতি' (মহিলা) ও 'বিকাশ' (পুরুষ) নামে দুটি মাসকটও উন্মোচন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং (সি-ড্যাক) এই উন্নত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি তৈরি করেছে, যা সারা দেশে জনগণনার তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হবে।

সরকার জানিয়েছে, ভারতের জনগণনা ২০২৭ বিশ্বের বৃহত্তম জনগণনা কর্মসূচি হতে চলেছে এবং এটি দুই ধাপে পরিচালিত হবে। এবারই প্রথম জনগণনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হবে এবং প্রথমবারের মতো নাগরিকদের জন্য 'সেলফ-এনুমারেশন' বা নিজে তথ্য জমা দেওয়ার সুযোগও থাকবে।

'প্রগতি' ও 'বিকাশ' মাসকটের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে জনগণনা সংক্রান্ত তথ্য, উদ্দেশ্য ও বার্তা সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের প্রতীক হিসেবেও এই মাসকটগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে।

জনগণনা পরিচালনায় সহায়তার জন্য চালু করা চারটি ডিজিটাল টুলের মধ্যে রয়েছে হাউসলিস্টিং ব্লক ক্রিয়েটর নামে একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। এর মাধ্যমে স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করে ডিজিটালভাবে হাউসলিস্টিং ব্লক তৈরি করা যাবে, যা ভৌগোলিক কভারেজ নিশ্চিত করতে এবং মানচিত্রের নির্ভুলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

এছাড়া এইচএলও মোবাইল অ্যাপ নামে একটি নিরাপদ অফলাইন অ্যাপ ব্যবহার করে গণনাকারীরা সরাসরি বাড়ি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এতে কাগজপত্রের ব্যবহার কমবে এবং তথ্য ডিজিটালভাবে আপলোড করা যাবে।

প্রথমবারের মতো একটি সেলফ-এনুমারেশন পোর্টাল চালু করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে পরিবারের যোগ্য সদস্যরা মাঠপর্যায়ের কাজ শুরু হওয়ার আগেই অনলাইনে নিজেদের তথ্য জমা দিতে পারবেন। তথ্য জমা দেওয়ার পর একটি ইউনিক আইডি দেওয়া হবে, যা পরে গণনাকারীরা যাচাই করবেন।

চতুর্থ প্ল্যাটফর্ম সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম পোর্টাল, যা জনগণনা সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে। জেলা ও রাজ্য স্তরের আধিকারিকরা একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে রিয়েল টাইমে কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, জনগণনা ২০২৭ পরিচালনার জন্য সারা দেশে ৩০ লক্ষেরও বেশি আধিকারিক ও কর্মী মোতায়েন করা হবে।

বিদেশ সংবাদ

কানাডায় খালিস্তানবিরোধী সমালোচককে ছুরিকাঘাতে খুন, চাঞ্চল্য পাঞ্জাবি প্রবাসী সমাজে

অন্টারিও (কানাডা), ৫ মার্চ (আইএএনএস): কানাডার অন্টারিও প্রদেশে খালিস্তানপন্থী আন্দোলনের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত এক পাঞ্জাবি সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় কানাডার পাঞ্জাবি প্রবাসী সমাজে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত ন্যান্সি গ্রেওয়াল (৪৫) ৩ মার্চ রাতে অন্টারিওর উইন্ডসর---এসেক্স অঞ্চলের লাসাল শহরে নিজের বাসভবনে ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম হন। রাত সাড়ে ৯টার কিছু আগে ছুরিকাঘাতের খবর পেয়ে জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। এসেক্স---উইন্ডসর এমার্জেন্সি মেডিক্যাল সার্ভিসের প্যারামেডিকরা গ্রেওয়ালকে একাধিক গুরুতর ছুরির আঘাতে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ন্যান্সি গ্রেওয়াল পাঞ্জাবি প্রবাসী সমাজে পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও ইউটিউবার ছিলেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন ইস্যু, ভারতীয় রাজনীতি এবং প্রবাসী সমাজের নানা বিষয় নিয়ে তিনি নিয়মিত মতামত দিতেন। বিশেষ করে খালিস্তানপন্থী চরমপন্থী সংগঠন ও নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর সরব সমালোচনা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। তিনি 'সিখস ফর জাস্টিস' সংগঠনের নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনসহ খালিস্তানপন্থী বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও আন্দোলনের কড়া সমালোচনা করতেন। গ্রেওয়াল অভিযোগ করেছিলেন, পান্নুনসহ কিছু কর্মী বাইরের শক্তির প্রভাবে শিখ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বদনাম করছে এবং প্রকৃত সমস্যার সমাধানের বদলে বিভাজনের রাজনীতি উসকে দিচ্ছে। তিনি প্রকাশ্যে খালিস্তানপন্থী বক্তব্যের বিরোধিতা করে সমালোচকদের ভারতেই সরাসরি বিষয়গুলি মোকাবিলার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং গুরুদ্বারাগুলিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচারের জন্য ব্যবহার করারও সমালোচনা করেছিলেন।

এদিকে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় এক বিবৃতিতে লাসাল পুলিশ সার্ভিস জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলছে এবং প্রাথমিকভাবে এটিকে "বিচ্ছিন্ন ঘটনা" হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ৩ মার্চ রাত প্রায় সাড়ে ৯টার সময় টড লেন এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত ন্যান্সি গ্রেওয়াল উইন্ডসর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘটনার তদন্তে সহায়তার জন্য আশপাশের বাসিন্দাদের কাছ থেকে ভিডিও নজরদারির ফুটেজও সংগ্রহ করা হচ্ছে। এদিকে গ্রেওয়ালের মৃত্যুর খবরে উইন্ডসর---লাসাল এলাকার স্থানীয় সমাজ ও তাঁর অনলাইন অনুসারীদের মধ্যে শোক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই মনে করছেন, তীব্র মতবিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায় সরব ব্যক্তিদের জন্য এরকম ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে।

হিজবুল্লাহর যুদ্ধে যোগদান ইরানের প্রক্সি নেটওয়ার্কের হুমকি প্রমাণ করছে: ইসরায়েলি সেনা

তেল আবিব, ৫ মার্চ (আইএএনএস): ইরান ও ইসরায়েলের চলমান সংঘাতে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অংশগ্রহণ ইরানের প্রক্সি নেটওয়ার্ক নিয়ে ইসরায়েলের উদ্বেগকে আরও জোরালো করেছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, এই নেটওয়ার্ক দেশটির জন্য "অস্তিত্বগত হুমকি" তৈরি করছে। একান্ত সাক্ষাৎকারে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)-এর আন্তর্জাতিক মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট বেন কোহেম বলেন, হিজবুল্লাহর যুদ্ধে প্রবেশ প্রমাণ করে যে ইরান আঞ্চলিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে।

তিনি বলেন, দুই দিন আগে হিজবুল্লাহ সন্ত্রাসী সংগঠনের এই সংঘাতে প্রবেশ দেখিয়ে দিয়েছে যে ইরানের প্রক্সি নেটওয়ার্ক ইসরায়েলের জন্য অস্তিত্বগত হুমকি। ঠিক সেই সময় তারা যুদ্ধে জড়িয়েছে যখন ইসরায়েল ইরানের শাসনের এই বড় হুমকির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। কোহেনের দাবি, ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রথম ধাক্কা থেকে বেঁচে যাওয়া ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তারা হিজবুল্লাহকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে গোষ্ঠীটি লেবাননের জনগণের স্বার্থের চেয়ে তেহরানের স্বার্থ রক্ষাতেই বেশি সক্রিয়। তিনি বলেন, ইসরায়েল বুঝতে পেরেছে যে সীমান্তের কাছে এমন হুমকি থাকতে দেওয়া যায় না। তাই আমরা নির্দিষ্টভাবে হিজবুল্লাহর ঘাঁটি ও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করছি, যাতে আমাদের নাগরিকদের উপর সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধ করা যায়।

ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোহেন জানান, তারা দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করেছে। একদিকে নির্দিষ্ট সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে উত্তরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা বিশেষ করে সেই সব অস্ত্র মজুতঘর এবং কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করছি যেগুলি ইসরায়েলি নাগরিকদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে। পাশাপাশি উত্তর সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও আমাদের অগ্রাধিকার। গত বছরের ৮ অক্টোবরের ঘটনাও উল্লেখ করেন তিনি। তখন সীমান্তে উত্তেজনা বাড়ায় লেবানন সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে কয়েক হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। কোহেন বলেন, এবার সেই পরিস্থিতি এড়াতে ইসরায়েল দক্ষিণ লেবাননে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছে। এটি কোনও স্থল অভিযান নয়, বরং সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান, যার উদ্দেশ্য উত্তর ইসরায়েলের নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া। এদিকে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাস পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে কি না, সেই প্রশ্নে কোহেন বলেন, হামাস দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে এবং সাম্প্রতিক মাসগুলিতে হওয়া যুদ্ধবিরতিও তারা বারবার লঙ্ঘন করেছে।

তিনি বলেন, হামাস বহুবার যুদ্ধবিরতির সীমা অতিক্রম করে ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা করেছে। তবে আইডিএফ যুদ্ধবিরতির শর্ত ভঙ্গ করেনি এবং কেবলমাত্র লঙ্ঘনের জবাবেই পাল্টা আঘাত করেছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, ইরান-সমর্থিত অন্য গোষ্ঠীগুলিও এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে তারা সতর্ক রয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ভোরে ইসরায়েলি সেনা জানায়, লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হিজবুল্লাহর একাধিক কমান্ড সেন্টারে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলার সঙ্গে যুক্ত একটি কমান্ড সেন্টারও ছিল বলে দাবি করেছে আইডিএফ। ইসরায়েলের দাবি, ওই কেন্দ্রগুলি ব্যবহার করে আইডিএফ এবং ইসরায়েলি নাগরিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। হামলার আগে ওই এলাকার লেবাননি সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছিল।

বালুচিস্তানে ফের অভিযোগ পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যা, নিখোঁজ আরও দুই

কোয়েটা, ৫ মার্চ (আইএএনএস): পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ আবারও সামনে এসেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে এক বালুচ নাগরিক বিচারবহির্ভূতভাবে নিহত হয়েছেন এবং আরও দুইজনকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বালুচ জাতীয়তাবাদী সংগঠন বালুচ জাতীয় আন্দোলনের মানবাধিকার শাখা পাঙ্ক বৃহস্পতিবার জানায়, আওয়ারান জেলার মাশকাই এলাকায় বুধবার গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ফতেহ বালুচ-এর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায় দুই মাস আগে তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সংগঠনটির দাবি, পেশায় পিকআপ গাড়ির চালক ফতেহ বালুচ ১৩ জানুয়ারি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় ফ্রন্টিয়ার কর্পস-এর একটি চেকপোস্টে থামানো হয় এবং সেখান থেকেই তাকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন তিনি। পাঙ্ক জানায়, কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা, অভিযোগ বা আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই তাকে তুলে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন তার অবস্থান সম্পর্কে পরিবার কোনও তথ্য পায়নি। সংগঠনের দাবি, তার দেহে নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে, যা হত্যার ইঙ্গিত দেয়। এছাড়া সংগঠনটি আরও জানিয়েছে, কেচ জেলার তুরবত শহরের আবসার এলাকার বাসিন্দা মিনওয়ার আখতার-কে বুধবার রাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী। আরেকটি ঘটনায় পাঞ্জগুর জেলার তার অফিস এলাকার বাসিন্দা জমির আহমেদ-কে ৩ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জোরপূর্বক নিখোঁজ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে মানবাধিকার সংগঠন বালুচ ইয়াকজেহতি কমিটি জানিয়েছে, ১৭ বছর বয়সি ইয়াহিয়া বালুচ-এর মৃতদেহ ৩ মার্চ পাঞ্জগুর জেলার একটি এফসি ক্যাম্পে উদ্ধার হয়। সংগঠনটির দাবি, বাড়ি থেকে অপহরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে হত্যা করা হয়। সংগঠনগুলির মতে, বালুচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরেই এক ধরনের প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে যেখানে মানুষকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এজেন্ডা নিয়ে মার্কিন-রাশিয়া দ্বন্দ্ব, বাড়ছে বিভাজন

জাতিসংঘ, ৫ মার্চ (আইএএনএস): জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাজকর্মে ক্রমবর্ধমান বিভাজনের স্পষ্ট চিত্র সামনে এসেছে। ইরানকে মার্চ মাসের এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়া ও চীনের বিরোধের জেরে পরিষদের কর্মসূচি অনুমোদনই আটকে গেছে। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার মাসের প্রথম অধিবেশন জাঁকজমকপূর্ণভাবে শুরু হলেও পরে কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে পরিষদের কাজ। ওই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলেনিয়া ট্রাম্প। এরপর দুই দিন পরিষদের কার্যক্রম বন্ধ থাকে এবং বৃহস্পতিবার আবার বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের কর্মসূচি বা 'প্রোগ্রাম অব ওয়ার্ক' অনুমোদনের জন্য সদস্যদের সর্বসম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক কৌশলে "প্ল্যান অব ওয়ার্ক" নামে একটি সূচি প্রকাশ করেছে, যেখানে মাসের ২১টি কর্মদিবসের মধ্যে ১১ দিনের বৈঠক নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বাকি ১০ দিন ফাঁকা রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব এন্টোনিও গুতারেস-এর মুখপাত্র স্টিফেন ডোজারিক বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ঐক্যের অভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। সেই লক্ষ্যেই সদস্যদের মধ্যে সাধারণ সমঝোতা তৈরি হওয়া জরুরি। বিরোধকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে রাশিয়া। মস্কো তাদের জাতিসংঘ মিশনের ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, কেন তারা এবং চিন মার্চ মাসের কর্মসূচি অনুমোদন আটকে দিয়েছে।

বিরোধের মূল কারণ হলো ইরান সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা কমিটির কাজ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্রিফিং আয়োজনের প্রস্তাব। মার্চ মাসে বর্ণানুক্রমিক রোটেশন অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এই উদ্যোগ নেয়। এই কমিটি '১৭৩৭ কমিটি' নামে পরিচিত, যা ২০১৫ সালের ইরান পরমাণু চুক্তি সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের নম্বর থেকে এসেছে। ওই চুক্তিটি জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিব প্ল্যান অফ একশন নামে পরিচিত।

চুক্তির অধীনে ইরানের উপর আরোপিত কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হলেও শর্ত ছিল, ইরান যদি পরমাণু কর্মসূচির সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে আবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে, যাকে 'স্ন্যাপব্যাক' বলা হয়। ইউনাইটেড কিংডম, ফ্রান্স এবং জার্মানি দাবি করেছে, ইরান নির্ধারিত সীমার বেশি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে এবং সেই কারণেই তারা স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়া চালু করেছে। তবে রাশিয়ার বক্তব্য, ওই তিন দেশের এই পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার নেই এবং বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যেও কোনও ঐকমত্য নেই। রাশিয়া জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ১৭৩৭ কমিটির বিষয়টি এজেন্ডা থেকে সরাতে অস্বীকার করায় তাদের আর কোনও উপায় ছিল না, তাই মার্চ মাসের কর্মসূচি অনুমোদনে আপত্তি জানাতে হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালেও যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিত্বের সময় একইভাবে কর্মসূচি আটকে দিয়েছিল রাশিয়া। প্রথা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের মাসিক সভাপতিরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দুটি বিশেষ অধিবেশন আয়োজন করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে একটি অধিবেশন করেছে, যেখানে শিশু, শিক্ষা ও প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আরেকটি অধিবেশন বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, যার বিষয় "জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও নিরাপত্তা"। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিয়ানমার এবং আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনার পরিকল্পনা রয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত তীব্র, ইরান সবাইকে লক্ষ্যবস্তু করতে প্রস্তুত সতর্ক করল ইসরায়েল

তেল আবিব, ৫ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, ইরান অঞ্চলের চারপাশে থাকা "সবাইকে লক্ষ্যবস্তু" করতে প্রস্তুত। একই সঙ্গে ইসরায়েল জানিয়েছে, ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অবকাঠামোর উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী বা ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)-এর আন্তর্জাতিক মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট বেন কোহেন একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, 'অপারেশন রোরিং লায়ন' নামে চলা সামরিক অভিযান শুরু হয়েছে ইরানের সামরিক হুমকি নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যেই।

কোহেন বলেন, শনিবার সকালে আমরা 'অপারেশন রোরিং লায়ন' শুরু করি। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি, তাদের পরমাণু অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা এবং প্রক্সি নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে এই বড় নিরাপত্তা হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করা।

ইসরায়েলের দাবি, গত কয়েক দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় করে ইরানের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলায় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি, বিমান বাহিনীর স্থাপনা এবং নৌবাহিনীর অবকাঠামোসহ একাধিক কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে। সাম্প্রতিক সামরিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে কোহেন জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান ইরানের একটি ইয়াকোভলেভ ইয়াক-১৩০ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। তাঁর কথায়, তেহরানের আকাশে এই ঘটনা ঘটেছে এবং একই সঙ্গে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলিকেও লক্ষ্য করে অভিযান চলছে। তিনি আরও বলেন, ইরানের শাসনব্যবস্থা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা অঞ্চলের চারপাশে থাকা সবাইকে লক্ষ্যবস্তু করতে প্রস্তুত। গত কয়েক দিন ধরে আমরা তারই প্রমাণ দেখছি। ইসরায়েল স্বীকার করেছে যে ইরানের এখনও ইসরায়েলকে বড় ধরনের ক্ষতি করার সামর্থ্য রয়েছে। কোহেন বলেন, অতীতের হামলার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা প্রতিপক্ষকে কখনও হালকাভাবে নিচ্ছে না। তিনি বলেন, ৭ অক্টোবরের হামলার পর আমরা পরিষ্কার বুঝেছি যে শত্রুকে কখনও অবমূল্যায়ন করা যাবে না। ইরানের হাতে এখনও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে এবং তারা ইসরায়েলি নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে। ইসরায়েলের দাবি, এই সামরিক অভিযানের লক্ষ্য স্পষ্ট। ইরানের সামরিক কর্মসূচি থেকে তৈরি হওয়া অস্তিত্বগত নিরাপত্তা হুমকি দূর করাই এর উদ্দেশ্য।

ভারত সফর শেষে ফেরার পথে ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিল মার্কিন সাবমেরিন, তীব্র প্রতিক্রিয়া তেহরানের

তেহরান, ৫ মার্চ (আইএএনএস): ভারত সফর শেষে ফেরার পথে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল তেহরান। ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাগচি এই ঘটনাকে "সমুদ্রের উপর নৃশংসতা" বলে অভিহিত করে সতর্ক করেছেন, এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে তিক্ত পরিণতি ভোগ করতে হবে। ইরানের দাবি, ইরানি নৌবাহিনীর ফ্রিগেট আইরিস ডেনা আন্তর্জাতিক জলসীমায় কোনও সতর্কতা ছাড়াই মার্কিন হামলার শিকার হয়। জাহাজটিতে প্রায় ১৩০ জন নাবিক ছিলেন এবং এটি সম্প্রতি ভারতের নৌবাহিনীর অতিথি হিসেবে ভারত সফর করেছিল।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় আরাগচি বলেন, ইরানের উপকূল থেকে প্রায় ২,০০০ মাইল দূরে সমুদ্রে যুক্তরাষ্ট্র একটি নৃশংসতা ঘটিয়েছে। ভারতের নৌবাহিনীর অতিথি হিসেবে থাকা ফ্রিগেট 'ডেনা' আন্তর্জাতিক জলসীমায় কোনও সতর্কতা ছাড়াই আঘাত করা হয়েছে। এই নজির স্থাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে একদিন তীব্রভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলের কাছে একটি মার্কিন সাবমেরিন টর্পেডো নিক্ষেপ করে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথমবার কোনও মার্কিন সাবমেরিন টর্পেডো ব্যবহার করে শত্রুপক্ষের জাহাজ ডুবিয়েছে বলে জানা গেছে। এই ফ্রিগেটটি সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৌ মহড়া মিলান আন্তর্জাতিক নৌবহর পর্যালোচনায় অংশ নিয়েছিল। ১৮ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ওই মহড়ায় প্রায় ৭৪টি দেশের নৌবাহিনী অংশগ্রহণ করে। ওই সময় জাহাজটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম বন্দরে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানায় ভারতীয় নৌ বাহিনী। মহড়া শেষ হওয়ার পর জাহাজটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে রওনা দিয়ে ইরানের উদ্দেশ্যে ফিরছিল। ৪ মার্চ শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলের কাছে আন্তর্জাতিক জলসীমায় হামলার শিকার হয় বলে জানা গেছে। এদিকে হামলার দায় অস্বীকার করেনি যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আন্তর্জাতিক জলসীমায় নিরাপদ ভেবে থাকা একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজকে মার্কিন সাবমেরিন টর্পেডো দিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে।

ঘটনার পরপরই উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত জাহাজের প্রায় ৩০ জন নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের গলের কারাপিটিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার ফলে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। চলমান সংঘাতের সূচনা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সমন্বিতভাবে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার ও পারমাণবিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই নিহত হয়েছেন বলেও বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

খামেনির মৃত্যুর প্রতিবাদে করাচিতে টানা চতুর্থ দিন অবরুদ্ধ প্রধান সড়ক, উত্তেজনা অব্যাহত

ইসলামাবাদ, ৫ মার্চ (আইএএনএস): ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই-এর মৃত্যুর প্রতিবাদে পাকিস্তানে চলা বিক্ষোভের জেরে করাচিতে টানা চতুর্থ দিন বন্ধ রইল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। নিরাপত্তা জোরদার করতে বিভিন্ন এলাকায় ব্যারিকেড ও কনটেনার বসানো হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ জানিয়েছে, করাচিতে মার্কিন কনস্যুলেটের বাইরে বিক্ষোভের সময় সহিংসতায় অন্তত ১১ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হন। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখতে ট্রাফিক পুলিশ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ব্যারিকেড বসিয়েছে। পিআইডিসি ব্রিজে কনটেনার রাখা হয়েছে, পাশাপাশি জিন্নাহ সেতু এবং মাই কলাচি রোড-এর দিকে যাওয়া রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নৌকা অববাহিকা থেকে মাই কলাচি রোড পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষ পরিচয়পত্র দেখিয়ে প্রবেশ বা বের হওয়ার অনুমতি পাবেন। খামেনির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়। করাচিতে বিক্ষোভকারীরা করাচির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট-এর বাইরের প্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে এবং সম্পত্তির ক্ষতি করে বলে অভিযোগ। ওই সময় গুলিচালনায় অন্তত ১১ জন নিহত হন। এদিকে লাহোরে শতাধিক বিক্ষোভকারী মার্কিন কনস্যুলেটের সামনে জড়ো হলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ে ভিড় ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। ইসলামাবাদেও বিক্ষোভকারীরা মার্কিন দূতাবাসের দিকে মিছিল করার চেষ্টা করলে নিরাপত্তা বাহিনী রাস্তা অবরোধ করে দেয়।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে তাদের কূটনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্কতা জারি করে। মার্কিন সরকার লাহোর ও করাচিতে তাদের কনস্যুলেট থেকে অপ্রয়োজনীয় সরকারি কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এক বিবৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ইসলামাবাদ জানিয়েছে, বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাস এবং লাহোর ও করাচির কনস্যুলেটে ৬ মার্চ পর্যন্ত সব ভিসা সাক্ষাৎকার বাতিল করা হয়েছে। চলমান উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তানের বড় শহরগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

নেপালে ভোটের দিনে প্রশ্ন: নতুন সরকার গঠনের পর কি থামবে জেন জেডের আন্দোলন

কাঠমান্ডু, ৫ মার্চ (আইএএনএস): নেপালে উচ্চ ঝুঁকির মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে বৃহস্পতিবার। তবে গত বছরের জেন জেড আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনীতিতে যুব সমাজের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের বিক্ষোভের জেরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী

কে. পি. শর্মা ওলির সরকার পতনের পরই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যুব আন্দোলনের কর্মীরা জানিয়েছেন, নতুন সরকার গঠিত হলেও তাদের আন্দোলন থামবে না। ২৩ বছর বয়সি জেন জেড কর্মী অমৃতা বান বলেন, ভোট চলছে, শিগগিরই নতুন সরকার দায়িত্ব নেবে। কিন্তু আমাদের আন্দোলন শেষ হয়নি। কারণ এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল জবাবদিহি, সুশাসন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। কাঠমান্ডুর বিভিন্ন সরকারি ভবনে এখনও ২০২৫ সালের বিক্ষোভের চিহ্ন রয়ে গেছে। অনেক দপ্তরের ভবন, এমনকি সংসদ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাছাকাছি এলাকাতেও ভাঙচুরের দাগ দেখা যায়। যদিও আন্দোলনকারীদের দাবি, এসব ভাঙচুর তাদের নয়, বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রান্তিক গোষ্ঠীর কাজ। ২০২৫ সালে সরকার বড় বড় সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তার প্রতিবাদে যুব সমাজ রাস্তায় নামে। পরে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, বৈষম্য এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করার অভিযোগে আন্দোলন আরও বিস্তৃত হয়। প্রথমদিকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দ্রুতই বড় সংঘর্ষে পরিণত হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালালে অন্তত ১৯ জন নিহত হন, যার মধ্যে একজন স্কুলপড়ুয়াও ছিল। ওই ঘটনার পর আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়।

২৫ বছর বয়সি সংগীতশিল্পী ও যুব কর্মী রজত দাস শ্রেষ্ঠ বলেন, যে দলই ক্ষমতায় আসুক, জেন জেড পাহারাদারের মতো নজর রাখবে। দেশ ও নাগরিকদের স্বার্থে সরকার কী করছে, আমরা তা দেখব।

তিনি আরও জানান, জেন জেডের সবাই কোনও এক রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করছে না। অনেকেই এখনও বিকল্প খুঁজছে, কারণ তারা বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা দলগুলির প্রতি সন্তুষ্ট নয়। আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবির মধ্যে রয়েছে ২০২৫ সালের সহিংসতার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ, নিহতদের পরিবারের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ, সব যোগ্য ভোটারের নিবন্ধন এবং দুর্নীতি ও স্বজনপোষণমুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। নেপালের বিশ্লেষকদের মতে, যুব সমাজ সরাসরি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পথে না গিয়ে বিদ্যমান দলগুলির প্রার্থীদের সমর্থন করার কৌশল নিয়েছে। সাংবাদিক বিকাশ আচার্য্য মনে করেন, এতে আন্দোলনকারীরা জনসমর্থনের ভিত্তি বজায় রাখতে পারছে, আবার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির বাঁধনেও আটকে পড়ছে না। এদিকে অভিনেত্রী রীচা শর্মা বলেন, এই আন্দোলন দেশের তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক সচেতনতার বড় প্রমাণ। তাঁর কথায়, অনেকে ভাবত জেন জেড শুধু সামাজিক মাধ্যমেই ব্যস্ত। কিন্তু তারা দেখিয়ে দিয়েছে যে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েও তারা গভীরভাবে ভাবে।

বিজেপির চাপের রাজনীতির ফল নীতীশের রাজ্যসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত: তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৫ মার্চ: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-এর রাজ্যসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক জল্পনার মধ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির চাপের রাজনীতির কারণেই নীতীশ কুমারকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার পাটনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তেজস্বী যাদব বলেন, ‘‘নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় যাচ্ছেন, আমরা তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানাই। আমরা জানি তাঁর উপর কী পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। আমরা যদি তাঁর পাশে থাকতাম, তাহলে হয়তো তাঁকে এই অবস্থার মুখোমুখি হতে হত না।’’
প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সময় একটি ‘‘সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র’’ করা হয়েছিল এবং সেখানে অর্থবল ও প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল।
তিনি বলেন, ‘‘যেভাবে অর্থবল ব্যবহার করা হয়েছে এবং গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছে, তাতে আমরা পুরো ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই নির্বাচন লড়েছি।’’
তেজস্বী দাবি করেন, বিহারেও মহারাষ্ট্রের মতো রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা তখনই বলেছিলাম, মহারাষ্ট্র মডেলকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিহারে প্রয়োগ করা হবে।’’তিনি আরও অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীকে কার্যত ‘‘হাইজ্যাক’’ করা হয়েছে এবং বিজেপির সমর্থনে যে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলে তিনি শুধু ‘‘রাবার স্ট্যাম্প’’ হয়ে থাকবেন।
তেজস্বী বলেন, ‘‘আমরা শুরু থেকেই বলেছি মুখ্যমন্ত্রীকে হাইজ্যাক করা হয়েছে, এখন তা প্রমাণিত হয়েছে। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যে-ই হন না কেন, তিনি শুধু রাবার স্ট্যাম্প হবেন। এটি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।’’
পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে একটি উপমা ব্যবহার করে তিনি বলেন, ‘‘নীতীশজিকে বর বানিয়ে ঘোড়ায় তোলা হয়েছে, কিন্তু বিয়ের ফেরা অন্য কারও সঙ্গে হবে।’’
তেজস্বীর অভিযোগ, বিজেপি এতটাই চাপ তৈরি করেছে এবং মানসিকভাবে নীতীশ কুমারকে এমনভাবে চাপে ফেলেছে যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিজেই পদ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে।
বিজেপিকে নিশানা করে তিনি আরও দাবি করেন, বিভিন্ন রাজ্যে মিত্রদলগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা করে দলটি। উদাহরণ হিসেবে তিনি এআইএডিএমকে, শিবসেনা, শিরোমণি আকালি দল, পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল-এর কথা উল্লেখ করেন।
তাঁর দাবি, ‘‘উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমসব জায়গায় বিজেপি তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চাইছে।’’

মিজোরামে ৩৬ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার ৭ জন; মায়ানমারের নাগরিকও ধৃত

নয়াদিল্লি/আইজল, ৫ মার্চ: মিজোরামে পৃথক অভিযানে প্রায় ৩৬ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করেছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলি। এই ঘটনায় ৭ জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে তিনজন মায়ানমার-এর নাগরিক বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
অধিকারিকদের মতে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি), মিজোরামের স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (এসআইবি) এবং রাজ্যের এক্সাইজ ও নারকোটিক্স দফতর যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় তিনটি সমন্বিত অভিযানে ৩৬.৪৩৪ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট এবং ৯০৫ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে।
এই মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ৩১ কোটি টাকা বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় এক মায়ানমার নাগরিকসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অন্যদিকে, পূর্ব মিজোরামের চাম্ফাই জেলা এলাকায় পৃথক অভিযানে পুলিশ প্রায় ৪.৮৮ কোটি টাকার হেরোইন ও মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করে এবং দুই মায়ানমার নাগরিকসহ তিনজনকে গ্রেফতার করে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তঘেঁষা চামফাই শহরের কাছে চুঙটে গ্রামের আশপাশে নিয়মিত নজরদারির সময় সন্দেহজনক একটি গাড়িকে আটক করা হয়। গাড়ি তল্লাশির সময় একটি স্কুটার দ্রুতগতিতে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ধাওয়া করে। পরিস্থিতি বুঝে স্কুটারের আরোহীরা সেটি ফেলে পালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশ তাদের ধরে ফেলে।
ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন মিজোরামের চামফাই জেলার ভাফাই এলাকার বাসিন্দা লালহ্রিয়াথলুয়া (২৬) এবং মায়ানমারের চিন রাজ্যের তাংকাউই এলাকার বাসিন্দা কাপলিয়ানমাঙ্গা (৪৫) ও লালনুনজিরা (২১)।
পুলিশ জানিয়েছে, এই উদ্ধার মাদক পাচার রোধে চলমান অভিযানে বড় সাফল্য। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং মাদক কোথা থেকে এসেছে ও কোথায় সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
উদ্ধার হওয়া মেথামফেটামিন ট্যাবলেট ‘ইয়াবা’ বা ‘পার্টি ট্যাবলেট’ নামেও পরিচিত। এতে মেথামফেটামিন ও ক্যাফিনের মিশ্রণ থাকে এবং ভারতে এই মাদক নিষিদ্ধ।
উল্লেখ্য, মিজোরামের সঙ্গে মায়ানমারের প্রায় ৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ৩১৮ কিলোমিটার পাহাড়ি সীমান্ত রয়েছে। ফলে এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরেই আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানের জন্য সংবেদনশীল বলে মনে করা হয়।

অ্যাসপিরেশনাল জেলা ও ব্লকে পুষ্টি উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করবে নীতি আয়োগ ও ইউনিসেফ ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: নীতি আয়োগ এবং ইউনিসেফ ভারত দেশের প্রত্যন্ত ও অনুন্নত এলাকায় মা ও শিশুদের পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার দুই সংস্থার মধ্যে একটি স্টেটমেন্ট অব ইনটেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে অ্যাসপিরেশনাল জেলা ও অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিতে কৌশলগত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি জোরদার করা হবে।
এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হল দুই সংস্থার দক্ষতা ও সম্পদকে একত্র করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে মাতৃ ও শিশুপুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো।
নীতি আয়োগ জানিয়েছে, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীদারদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো হবে এবং ব্লক স্তরে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হবে।
চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নিটি আয়োগের অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্টস ও ব্লকস প্রোগ্রামের অতিরিক্ত সচিব ও মিশন ডিরেক্টর রোহিত কুমার এবং ইউনিসেফ ভারত-এর ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ আরজান ডি ওয়াগট।
রোহিত কুমার বলেন, ইউনিসেফের মতো সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করবে এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাগুলিতে শেষ মাইল পর্যন্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে।
তিনি আরও বলেন, অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্টস ও ব্লকস প্রোগ্রাম দেখিয়ে দিয়েছে যে সমন্বয়, সহযোগিতা এবং তথ্যভিত্তিক প্রশাসন উন্নয়নের গতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ইউনিসেফ ভারত তাদের ‘জ্জঞ্চঞ্চ ঞ্জব্রঠ৪ ঞ্চন্দ্রঞ্জহ্রদ্র (জ্জ৪ঞ্চ)’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, পাবলিক সেক্টর সংস্থা ও শিল্প সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলকে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রকল্পে বিনিয়োগের দিকে উৎসাহিত করবে।
এই উদ্যোগের আওতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নত করা, পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-এর পরিষেবা গ্রহণ বাড়ানো এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতা উন্নত করার ওপর জোর দেওয়া হবে।
নিটি আয়োগ জানিয়েছে, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সিএসআর অংশীদারদের যুক্ত করে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সেরা উদ্যোগগুলিকে চিহ্নিত করে তা বিভিন্ন অ্যাসপিরেশনাল জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই নীতি আয়োগ জাপানের জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর সঙ্গেও একটি চুক্তি করেছে। এর মাধ্যমে অ্যাসপিরেশনাল জেলা ও ব্লকগুলিতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ আরও জোরদার করা হবে।

অসমে অবকাঠামো উন্নয়নে বড় বিনিয়োগ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ: দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ভিত্তি গড়ে তুলতে অসম সরকার অবকাঠামো উন্নয়নে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।
বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি জানান, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এমন স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা হচ্ছে যা আগামী কয়েক দশক ধরে রাজ্যের কাজে লাগবে।
তিনি লেখেন, ‘‘উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আজই সম্পদ তৈরি করছি। অসমে আমরা বিপুল অর্থ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করছি, যা আগামী কয়েক দশক ধরে রাজ্যকে উপকৃত করবে।’’
মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধুমাত্র ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রায় ২৬,৪০৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।
সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই বিনিয়োগ রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন এবং জনপরিষেবাকে শক্তিশালী করার বৃহত্তর কৌশলের অংশ। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক রূপান্তর ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য।
এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, সেতু ও পরিবহন পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শহুরে পরিষেবা আধুনিকীকরণ এবং লজিস্টিক ব্যবস্থার উন্নতি।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অসম সরকারের নীতিতে অবকাঠামো উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। এর আওতায় নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ব্রহ্মপুত্র নদ ও বরাক নদী-এর উপর সেতু নির্মাণ, বিমানবন্দর সম্প্রসারণ, রেল পরিষেবা উন্নয়ন এবং গ্রামীণ সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মতো একাধিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।
এছাড়া শহুরে অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শহরে জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা এবং স্মার্ট সিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
সরকারি আধিকারিকদের মতে, এই বড় মাপের অবকাঠামো বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে, পণ্য ও মানুষের চলাচল সহজ হবে এবং রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ বাড়বে।
একই সঙ্গে ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতি-র আওতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে অসমের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তুলে অসমের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পথে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এর ফলে অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়বে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং উন্নয়নের সুফল সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছবে।

পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনায় ভারতের তেল সরবরাহ ঝুঁকিতে: রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সংঘাতের প্রেক্ষিতে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি সতর্ক করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের তেল সরবরাহ বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।
বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি বলেন, বিশ্ব এখন একটি অস্থির পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং সামনে ‘‘ঝড়ো সময়’’ অপেক্ষা করছে।
রাহুল গান্ধী উল্লেখ করেন, ভারতের ৪০ শতাংশেরও বেশি তেল আমদানি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে। ফলে ওই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়লে দেশের জ্বালানি সরবরাহ মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। তাঁর মতে, এলপিজি ও এলএনজি সরবরাহের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি।
তিনি আরও বলেন, ‘‘সংঘাত এখন আমাদের আশপাশে পৌঁছে গেছে। ভারত মহাসাগরে একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবে গেছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে কিছু বলেননি।’’
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, এমন পরিস্থিতিতে দেশের জন্য দৃঢ় ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির নেতৃত্ব প্রয়োজন। তাঁর অভিযোগ, ‘‘ভারতের কৌশলগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।’’
উল্লেখ্য, সম্প্রতি মার্কিন হামলায় ইরানের ফ্রিগেট আইআরআইএস ডেনা ভারত মহাসাগরে ডুবে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বেড়েছে। এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন পথ। এই অঞ্চলে সংঘাত বাড়লে তেল ও গ্যাসের আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে, যা ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

মহারাষ্ট্রে কৃষি বৃদ্ধির হার কমে ৩.৪শতাংশ, শিল্প ও পরিষেবা খাতে বাড়বে গতি: অর্থনৈতিক সমীক্ষা

মুম্বই, ৫ মার্চ: মহারাষ্ট্র-র ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় রাজ্যের অর্থনীতির একটি মিশ্র চিত্র উঠে এসেছে। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে উল্লেখযোগ্য মন্দার আশঙ্কা থাকলেও শিল্প ও পরিষেবা খাতে বৃদ্ধির গতি বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশে নেমে আসতে পারে, যেখানে ২০২৪-২৫ সালে এই হার ছিল ৯.১ শতাংশ। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অতিবৃষ্টি ও অকাল বৃষ্টির ফলে ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকেই এই মন্দার প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গত এক দশকে কৃষি খাতের বৃদ্ধির হার ওঠানামা করেছে। ২০২০-২১ সালে কোভিড সময়ে এই খাতে সর্বোচ্চ ১১.৬ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল।
তবে ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪ শতাংশ, ৩.২ শতাংশ এবং ১.২ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৪-২৫ সালে আবার তা বেড়ে ৯.১ শতাংশে পৌঁছালেও ২০২৫-২৬ সালে তা আবার কমে ৩.৪ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে।
২০২৫-২৬ সালের খরিফ মৌসুমে মোট ১৫৭.২৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে বপন সম্পন্ন হয়েছে। এই সময়ে শস্য, আখ ও তুলার উৎপাদন যথাক্রমে ১০.৬ শতাংশ, ২২ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ বাড়তে পারে বলে অনুমান। তবে ডাল ও তেলবীজের উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় যথাক্রমে ২৮.২ শতাংশ ও ৪৭.৪ শতাংশ কমতে পারে।
রবি মৌসুমে ৬৬.৯৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে বপন সম্পন্ন হয়েছে। এই সময়ে শস্য ও ডালের উৎপাদন যথাক্রমে ২৮.৩ শতাংশ এবং ২৯.৭ শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও তেলবীজের উৎপাদন ১৬.২ শতাংশ কমতে পারে।যদিও জলবায়ুজনিত সমস্যায় কৃষি খাত চাপে রয়েছে, তবুও শিল্প ও পরিষেবা খাত রাজ্যের অর্থনীতিকে সমর্থন জোগাবে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। শিল্প খাতে ২০২৫-২৬ সালে ৫.৭ শতাংশ বৃদ্ধি হতে পারে, যা আগের বছরের ৪.৩ শতাংশের তুলনায় বেশি।পরিষেবা খাত এখনও রাজ্যের অর্থনীতির প্রধান ভরসা। গত দুই বছরে কিছুটা ধীরগতির পর ২০২৫-২৬ সালে এই খাত আবার গতি ফিরে পাবে বলে সমীক্ষায় জানানো হয়েছে।
অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, জলবায়ুর অনিশ্চয়তা গ্রামীণ আয়ের উপর ঝুঁকি তৈরি করলেও শিল্প ও পরিষেবা খাতের স্থিতিশীল বৃদ্ধি রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতিকে ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করছে।

ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই উন্নয়নে কৌশলগত অংশীদারিত্বে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে: প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ: নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বলেছেন, ভারত ও ফিনল্যান্ড-এর মধ্যে ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে গড়ে ওঠা নতুন কৌশলগত অংশীদারিত্ব দুই দেশের মানুষের জন্য অসংখ্য সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং উন্নত প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন পথ খুলে দেবে।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করা হলে উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর হবে এবং অর্থনৈতিক ও উদ্ভাবনী সম্পর্ক শক্তিশালী হবে।
নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘‘আমরা ভারত-ফিনল্যান্ড সম্পর্ককে ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপ দিচ্ছি। এই অংশীদারিত্ব আমাদের দুই দেশের মানুষের জন্য অসংখ্য সুযোগ তৈরি করবে।’’
এর আগে বৃহস্পতিবার ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব-এর সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ৫জি ও ৬জি টেলিকমিউনিকেশন, উন্নত ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি খাতে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানো হবে।
তিনি আরও বলেন, এই অংশীদারিত্বের আওতায় পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, সার্কুলার ইকোনমি উদ্যোগ এবং টেকসই নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যৌথভাবে কাজ করা হবে।
বৈঠকে দুই দেশ গবেষণা সহযোগিতা বাড়ানো এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার বিষয়েও সম্মত হয়েছে। ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এবং ফিনল্যান্ডের উদ্ভাবন তহবিল সংস্থা ব্যবসা ফিনল্যান্ড-এর মধ্যে যৌথ গবেষণা কর্মসূচির মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তি, স্মার্ট সিটি, হাইড্রোজেন প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক যান এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রে কাজ করা হবে।
এছাড়াও কার্বন ক্যাপচার সিস্টেম ও বিতরণকৃত শক্তি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো সবুজ প্রযুক্তিতেও সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
দুই দেশের মধ্যে মানুষের যাতায়াত সহজ করতে মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি পার্টনারশিপ সংক্রান্ত একটি চুক্তিতেও সম্মতি হয়েছে। এর ফলে পেশাজীবী, ছাত্রছাত্রী, উদ্যোক্তা, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের চলাচল সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে দুই দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মধ্যে যোগাযোগ বাড়বে এবং তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।
এছাড়া পরিবেশ সংক্রান্ত সহযোগিতা চুক্তিও নবীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে জলবায়ু মোকাবিলা, পরিচ্ছন্ন শক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে।

‘বিহারের জনমতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা’

মুম্বই, ৫ মার্চ: নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিরোধী নেতারা এটিকে বিহারের জনমতের সঙ্গে ‘‘বিশ্বাসঘাতকতা’’ বলে অভিযোগ তুললেও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জানিয়েছে, এটি নীতীশ কুমারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।শিবসেনা (ইউবিটি)-এর সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে বলেন, ক্ষমতায় আসার পর কীভাবে ক্ষমতার সমীকরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, সংবিধানের ফাঁকফোকর খুঁজে বের করতে হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলির উপর চাপ তৈরি করতে হয়এসব বিষয়ে বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছে।তিনি অভিযোগ করেন, ‘‘কেউ যদি তাদের মিত্র হয়, তাকে কীভাবে শেষ করে দেওয়া যায়এই কৌশলেও তারা পারদর্শী হয়ে উঠেছে।’’প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীর দাবি, এখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে মানুষ যাকেই ভোট দিক না কেন, শেষ পর্যন্ত সরকার গঠন করে বিজেপিই। তাঁর মতে, এতে ভোটের মূল্য ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।নীতীশ কুমার-এর রাজ্যসভায় যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিহারে জনমত নেওয়া হয়েছিল নীতীশ কুমারের নাম সামনে রেখে। ‘‘জনগণ তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। এখন যদি তিনি রাজ্যসভায় যেতে চান এবং তার ফলে বিজেপি তাদের নিজের নেতা বসায়, তবে তা মানুষের জনমতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল,’’ দাবি তাঁর।একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী)-এর সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। তিনি বলেন, ‘‘বিহারের নির্বাচনে এনডিএ নীতীশ কুমারকে সামনে রেখেই লড়েছিল। এখন হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন, তা খতিয়ে দেখতে হবে।’’

বিদেশে চাকরির নামে প্রতারণা হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

শ্রীনগর, ৫ মার্চ: জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ-এর ক্রাইম ব্রাঞ্চ বিদেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ফরিদাবাদ, হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।
ক্রাইম ব্রাঞ্চ কাশ্মীরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, স্পেশাল ক্রাইম উইং-এর একটি দল ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ, তিনি শ্রীনগর-এর বহু যুবককে বিদেশে, বিশেষ করে আর্মেনিয়া-তে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করেছিলেন এবং কয়েক মাস ধরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ এড়িয়ে পালিয়ে ছিলেন।
গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম ফারহাত আব্বাস মালিক। তিনি ডোডা জেলার টেন্ডলা চিলিপিঙ্গল এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত একজন অভ্যাসগত প্রতারক এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চ কাশ্মীরে নথিভুক্ত এফআইআর নং ০২/২০২৫ মামলায় কয়েক মাস ধরে পলাতক ছিলেন।ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানিয়েছে, ফারহাত আব্বাস মালিক-কে ফরিদাবাদের ডিউটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ড নেওয়ার পর শ্রীনগরের উপযুক্ত আদালতে পেশ করা হয়েছে।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে বিদেশে চাকরি খুঁজছেন এমন যুবকদের, চাকরির এজেন্সি বা কনসালটেন্সির সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে যাতে প্রতারণার শিকার না হতে হয়।
পুলিশের কর্মকর্তারা জানান, ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও এর ইকোনমিক অফেন্সেস উইং বিশেষজ্ঞ তদন্তের মাধ্যমে জটিল আর্থিক অপরাধ ও সংগঠিত অপরাধের মামলা তদন্ত করে। অন্যদিকে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সাধারণ অপরাধ মোকাবিলার কাজ করে থাকে।তারা আরও জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর-এ পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসবাদ দমনের অভিযানেও নিয়োজিত রয়েছে।

PNIeT-13/E.E/DIV-IV/AMC/25-26 Date:27/02/2026
Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:33/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2025_SAMC_71095_1	Rs. 11,75,310	Rs. 23,506	30(Thirty) Days	09/03/2026 15.00 Hrs	09/03/2026 16.00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4 floor in the office hour.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website httpa//tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
PW. Division No-IV
Agartala Manicipal Corporation

একই রাতে অমরপুরে দুই দোকানে চুরির ঘটনা, ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ

আগরতলা, ৫ মার্চ: গোমতী জেলার অমরপুর শহরে একই রাতে দুটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার গভীর রাতে শহরের একটি দোকানে চোরের দল হানা দিয়ে নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয়। অপরদিকে, একই রাতে অমরপুর মোটরস্ট্যান্ডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি ছোট চায়ের দোকানেও দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার সকালে দোকান মালিকরা বিষয়টি জানতে পেরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
চুরির ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মোটরস্ট্যান্ড ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বীরগঞ্জ থানার পুলিশ এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে।
একই রাতে পরপর দুটি চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা দ্রুত চোরদের গ্রেফতার করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ কলেজ সংলগ্ন চা পাতা বাগান এলাকায় ড্রাগ সেবনের অভিযোগ আতঙ্কে কলেজ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার রবীন্দ্রনাথ কলেজ সংলগ্ন চা পাতা বাগান এলাকায় উশৃঙ্খল যুবকদের আড্ডা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। অভিযোগ এই নির্জন এলাকায় কিছু যুবক নিয়মিতভাবে কোটা ড্রাগ সেবন করে নেশায় মত্ত হয়ে পড়ছে যার ফলে এলাকায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে স্থানীয়দের মতে কলেজের পাশের চা পাতা বাগান ও রাস্তার ধারে প্রায়ই বহিরাগত যুবকদের আড্ডা জমে। অনেক সময় বাগানের ভিতরেও তাদের অসংলগ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখা যায়।
অভিযোগ রয়েছে এখানে মদের আড্ডা জুয়া এবং বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবনের ঘটনাও ঘটে এর ফলে কলেজে যাতায়াত করা ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এতে এলাকার স্বাভাবিক পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে বলে দাবি এলাকাবাসীর এদিকে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ কলেজ সংলগ্ন চা পাতা বাগানের একটি নির্জন জায়গায় কয়েকজন যুবক ড্রাগ সেবন করে আড্ডা দিচ্ছিল বলে সন্দেহ হলে স্থানীয়রা এগিয়ে গিয়ে কয়েকজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীর দাবি, কলেজ সময়ে ওই এলাকায় নিয়মিত পুলিশি টহল ও কড়া নজরদারি বাড়ানো হোক যাতে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং ড্রাগসহ সব ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়।

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্বর্ণপদক ও মেধা পুরস্কার প্রদান, ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক তপশিলি জাতির শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: তপশিলি জাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে বৃহস্পতিবার রাজধানীর সুকান্ত একাডেমীর অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হলো ড. বি.আর. আম্বেদকর স্বর্ণপদক ও মেধা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (টিবিএসই)-এর অন্তর্গত ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকার প্রথম ১০ জন, পাশাপাশি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিধায়িকা মিনা রানী সরকার, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সহ দপ্তরের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নয় বনমালীপুরে নতুন মন্ডল অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: রাজধানীর নয় বনমালীপুর এলাকায় নতুন মন্ডল অফিস উদ্বোধন করলেন প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মন্ডল অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফিতা কেটে নতুন অফিসগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। উদ্বোধনের পর তিনি অফিস পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। নতুন মন্ডল অফিস চালু হওয়ায় সংগঠনের কাজ আরও গতিশীল হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
পরে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বসে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, আগামী দিনের কর্মসূচি এবং তৃণমূল স্তরে দলের কার্যক্রম বাড়ানোর বিষয়েও মতবিনিময় হয় বলে জানা গেছে।
অনুষ্ঠানে এলাকার একাধিক দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। নতুন এই মন্ডল অফিসকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। তাদের মতে, এই অফিস চালু হওয়ার ফলে এলাকায় সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা আরও সহজ হবে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগও আরও বৃদ্ধি পাবে।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে কন্যাকুমারী৫৬ দিনে সাইকেলে ৫৩০০ কিলোমিটারের সামাজিক সচেতনতা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রায় ৫৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সাইকেল যাত্রা সফলভাবে সম্পন্ন করলেন আগরতলার দুই প্রবীণ সাইক্লিস্ট চন্দন ভৌমিক (৬৬) ও অজয় কুমার সাহা (৫৯)।
চন্দন ভৌমিক কৃষি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, অপরদিকে অজয় কুমার সাহা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তাঁরা দুজনেই আগরতলা সাইকোহলিক ফাউন্ডেশনের পুরনো সদস্য।
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা, বিশ্বশান্তি ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা ৫ জানুয়ারি ২০২৬ এই যাত্রা শুরু করেন। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সেও তাঁরা টানা ৫৬ দিনে এই দুরূহ যাত্রা সম্পন্ন করে অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও মানসিক দৃঢ়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন তাঁরা।
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অন্ধ্র প্রদেশ অতিক্রম করে তাঁরা তামিলনাড়ুতে পৌঁছান। যাত্রাপথে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগির মাধ্যমে এই অভিযান সামাজিক ও মানবিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।
তাঁদের মতে, এ ধরনের সাইকেল যাত্রা শরীর ও মনউভয়কেই সুস্থ রাখে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলে। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের জন্য এটি একটি শক্তিশালী বার্তানিয়মিত শরীরচর্চা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের মাধ্যমে মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকা সম্ভব।
অবশেষে ১ মার্চ সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় তাঁরা কন্যাকুমারীর গান্ধী মণ্ডপে পৌঁছে তাঁদের ঐতিহাসিক যাত্রা সম্পন্ন করেন।
এই কৃতিত্বের জন্য তাঁদের আগরতলা সাইকোহলিক ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়।

আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে তিনদিনব্যাপী জাতীয়স্তরের বক্তৃতা কর্মশালা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ:ভি বিভিন্ন কলেজের ছাত্র—ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের মাতঙ্গিনী হলঘরে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী জাতীয় স্তরের বক্তৃতা কর্মশালা। আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে "রিসেন্ট ট্রেন্ড ইন বায়োলজিক্যাল, কেমিক্যাল, ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস" শীর্ষক এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সর্বরী নাথ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামল দাস এবং কর্মশালার আহ্বায়ক অধ্যাপক ইন্দ্র দাসগুপ্ত। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ইঞ্জিনিয়ারিং, গবেষণা ও শিক্ষা কেন্দ্র, কলকাতার অধ্যাপক বি. এন. দেব, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) খড়গপুরের অধ্যাপিকা স্বাগতা দাশগুপ্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার অধ্যাপক দেবজ্যোতি ঘোষাল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শাওন রায় চৌধুরী এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সেসের অধ্যাপক মৃণাল কান্তি ঘোষ।জানা গেছে, তিনদিনব্যাপী এই কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকরা অংশগ্রহণ করছেন। কর্মশালায় তারা আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে মোট ১২টি বক্তৃতা প্রদান করবেন।এই কর্মশালার মাধ্যমে ছাত্র—ছাত্রীরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নতুন প্রবণতা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেছেন।

কাশিপুরের ইচামোয়া মসজিদে ইফতার ও দোয়ার মাহফিল সম্প্রীতির বার্তা দিলেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: বৃহস্পতিবার কাশিপুরের ইচামোয়া মসজিদে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় ইফতার ও দোয়ার মাহফিল। মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই ইফতার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের উপস্থিতি এক অনন্য ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেয় মুসলিম রোজাদারদের পাশাপাশি এলাকার বহু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষও এতে অংশগ্রহণ করেন যা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্যের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে ইফতার শুরুর আগে পবিত্র দোয়া পাঠ করেন মাওলানা আব্দুর রহমান। তিনি দেশ ও জাতির শান্তি সম্প্রীতি এবং সকল মানুষের কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া করেন। দোয়া শেষে উপস্থিত সকলেই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একসাথে ইফতারে অংশগ্রহণ করেন। এতে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক আন্তরিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয় এই ইফতার ও দোয়ার মাহফিল শুধু ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এটি সমাজে সম্প্রীতি সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে আরও দৃঢ় করার এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। উপস্থিত অনেকেই জানান এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সংখ্যালঘু কল্যাণ নিগমের চেয়ারম্যান জসীমউদ্দীন আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর উত্তম ঘোষ সংখ্যালঘু মোর্চা নেতা শাহাবুদ্দিন মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুল হক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ অহিদ মিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট।

ভারত-ফিনল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক

● প্রথম পাতার পর
চুক্তিও নবীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে জলবায়ু মোকাবিলা, পরিচ্ছন্ন শক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে।

দুদিনের রাজ্য সফরে কাল

● প্রথম পাতার পর
নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এছাড়াও হাঁপানিয়াস্থিত ইন্টারন্যাশনাল মেলা প্রাঙ্গণে লাখপতি দিদিদের সঙ্গেও মত বিনিময় করার কথা রয়েছে তাঁর।

আড়ালিয়া ঋষিপাড়ায় মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: রাজধানী আগরতলার আড়ালিয়া ঋষিপাড়া এলাকায় এক মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা।
জানা গেছে, আড়ালিয়া ঋষিপাড়া এলাকার বাসিন্দা মানিক দাসের স্ত্রীর সঙ্গে বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, একই পাড়ার বাসিন্দা রাজেশ রুদ্রপাল নামে এক ব্যক্তি, যিনি মদ বিক্রির সঙ্গে জড়িত বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন সন্ধ্যায় মহিলাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন।
মহিলা এর প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সেই সময় মহিলার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাড়িতে অনুপস্থিত থাকার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত রাজেশ রুদ্রপাল বাড়িতে প্রবেশ করে মহিলাকে মারধর করে। শুধু তাই নয়, তাঁর পরনের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।
মহিলার চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। পরে নির্যাতিতা ত্রিপুরা পুলিশ-এর অধীন পূর্ব মহিলা থানায় অভিযুক্ত রাজেশ রুদ্রপালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্যাতিতা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

৫০০ টাকার বকেয়া নিয়ে

● প্রথম পাতার পর
ঘটে। পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্তরা মানিক ঋষি দাসকে এতটাই মারধর করে যে তার একটি পা ভেঙে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে আহত মানিক ঋষি দাস জানান, তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এই ঘটনার ফলে তার পরিবার চরম সংকটে পড়তে পারে। পাশাপাশি অভিযুক্তরা হুমকি দিয়েছে, যদি এই ঘটনায় পুলিশে মামলা করা হয় তাহলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন আহত মানিক ঋষি দাস। এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রামচন্দ্রঘাটে যুব মোর্চার সভাপতির

● প্রথম পাতার পর
একাধিকবার হামলার ঘটনা ঘটেছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পাশাপাশি দুই শরিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদও ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বিশেষ করে এডিসি নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

প্রশাসনিক অনুমোদনের

● প্রথম পাতার পর
বাস্তবায়িত হলে জনজাতি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সামাজিক সংহতি আরও শক্তিশালী হবে। একই সঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।তবে প্রকল্পের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি উঠেছে গুরুতর প্রশাসনিক প্রশ্ন। সূত্রের খবর, প্রস্তাবটি ইতিমধ্যেই টিটিএএডিসি-র প্রধান কার্যনির্বাহী সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রক্রিয়াও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অথচ তার আগেই নাকি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।সরকারি আর্থিক বিধি অনুযায়ী কোনও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রশাসনিক অনুমোদন এবং অর্থদপ্তরের সম্মতি বাধ্যতামূলক। এই দুই ধাপ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই সাধারণত টেন্ডার আহ্বান বা কাজের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে-প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ দপ্তরের সম্মতি ছাড়াই কীভাবে এই টেন্ডার সম্পন্ন হলো?প্রশাসনিক মহল থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা সামনে আসেনি। আর সেই কারণেই নানা মহলে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছেসরকারি নিয়ম উপেক্ষা করে কি আগেভাগেই শুরু হয়ে গেল টেন্ডার প্রক্রিয়া? উত্তর জানতে চাইছে রাজ্যবাসী।

এ বর্তমান রাজ্য

● আটের পাতার পর
এবং বিশেষ ওয়ার্ড নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে এইমসের সাথে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করার সুযোগ চালু করা হয়েছে। সুপার স্পেশালিটি বিভাগে সুযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা এখন রাজ্যেই সম্ভব হচ্ছে। এরফলে রোগীদের বাইরে চিকিৎসা করানোর প্রবণতাও অনেক হ্রাস পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে চিকিৎসা শিক্ষার পরিধিও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১১৯টি করা হয়েছে। পাশাপাশি মহকুমাস্তরের, জেলাস্তরের হাসাপাতাল, ডেন্টাল কলেজ সহ অন্যান্য চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নতি করা হচ্ছে। মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছেন।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে ইতিমধ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করার কাজ শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে লিভার ও হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যে "ত্রিপুরা হেলথ ইউনিভার্সিটি" স্থাপনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। চিকিৎসক এবং নার্সদের দক্ষতা উন্নয়নের স্বার্থে ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে নতুন দিল্লিস্থিত এইমসে তিন মাসের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এই প্রশিক্ষণপর্ব চলবে। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন সফলতার চিত্র যেমন, সিপাহীজলা এবং খোয়াইয়ে নতুন জেলা হাসপাতাল স্থাপন, রাজ্যে হোমিও ও আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল স্থাপন, কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া, ভারত মাতা ক্যান্টিন চালু করা, আরও নতুন ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালুর উদ্যোগ, বিশ্রামগঞ্জে নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট টার্শিয়ারি আইকেয়ার হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা, মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য যোজনায় নন-কমিউনিকেবল রোগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের উপরও আলোকপাত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্যের চিকিৎসা কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাঁপানিয়াস্থিত পুরোনো জুটমিলের স্থানে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য নীতিগতভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে একটি ইএসআই, হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জি.বি.পি. হাসপাতাল রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আগামীতে এর আরও উন্নয়নে ও সৌন্দর্য্য বর্ধনেও উদ্যোগ নেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনের আগে মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব, স্বাস্থ্য অধিকর্তা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ আজকের তিনটি পরিষেবার সূচনা করেন।
সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জি.বি-র রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন বিধায়ক মিনা রাণী সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, এ.জি.এম.সি.-র অধ্যক্ষ ডা. তপন মজুমদার, জি.বি. হাসপাতালের এম.এস. ডা. বিধান গোস্বামী প্রমুখ।

নিখোঁজ কিশোর উদ্ধার স্বস্তি এলাকায়

● প্রথম পাতার পর
পিতা মণিময় চাকমা এবং বাড়ি পেঁচারতল থানার অন্তর্গত এলাকায়। নব কিশোর খোয়াইয়ের আমপুরা সরকারি ছাত্রনিবাসে থেকে পড়াশোনা করত।
ঘটনার বিবরণে ছাত্রনিবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক সরকারি কর্মী জানান, হঠাৎ করেই ছাত্রনিবাস থেকে নব কিশোর নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর বিষয়টি নিয়ে খোয়াইয়ের বাইজালবাড়ি থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আমপুরা এলাকা থেকে ঘুরতে ঘুরতে ওই কিশোর ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ন টিএসআর ক্যাম্পের সামনে চলে আসে। সেখানে টিএসআর বাহিনীর কর্মকর্তারা তাকে আটক করে খোয়াই থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।
পরবর্তীতে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিরাপদে রাখে। নিখোঁজ কিশোরকে উদ্ধারের ঘটনায় আমপুরা সরকারি ছাত্রনিবাসের কর্মকর্তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

বিজেপি ছাড়া

● প্রথম পাতার পর
মনে হচ্ছে এডিসি যেন তাদের কাছে একটা টাকার খাজনা। এখানে যেভাবে হোক সেই জায়গা দখল করতে হবে এবং লুটেপুটে খাবো - এই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি সর্বময় কর্তা, যিনি অভিভাবক তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, ম্যা খুদ ভি নেহি খায়ুঙ্গা, অর দুসরে কো ভি খানে নেহি দুঙ্গা। আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকারে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে অনুপ্রাণিত করেন সেভাবে আমাদেরও চলতে হয়। প্রত্যেকটি পয়সা মানুষের উন্নয়নে নিয়োজিত করতে হবে। সেই দিশায় ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করছে।
বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ২০১৮ সালের আগে অনেকে অনেক কথা বলেছেন যে ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের সরানো যাবে না। কিন্তু আপনারা সবাই মিলে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে ৩৫ বছরের দুঃশাসন হঠিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ বছর ধরে আমরা সরকার চালাচ্ছি। কেউ বলতে পারবেন না কোন জায়গার মধ্যে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তাই বলছি যে এখানে থানসা থানসা থানসা করা হচ্ছে। আমি যে কাজটা করি, পরের দিন তারাও সেই একই কাজ করছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস। অর্থাৎ সকল অংশের মানুষের বিকাশ। আমরা সবার উন্নয়নের কথা বলছি। তাই আমরাই প্রকৃত থানসা। জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা একটা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই। আগে বলছে থানসা থানসা। এখন দেখা যাচ্ছে যে তারা সংখ্যালঘু আর বাঙালিদেরও নিয়ে এসেছে। তবে সেখানে আমাদের কথাটাই সত্যি। মিথ্যে প্রলোভন, মিথ্যে সুড়সুড়ি, সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে এতদিন রাজনীতি করা হয়েছে। তাদের নিজেদের উপর নিজেদের বিশ্বাস নেই। তাই এখন পদের প্রলোভন দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে নেওয়া হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, তৎকালীন সময়ে রাজ্যের জনজাতিদের বিভ্রান্ত করে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই কমিউনিস্টরা তাদের সময়ে এসব সৃষ্টি করেছিল। কারণ তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে বসে থাকতে চেয়েছিল। সন্ত্রাসের মাধ্যমে তারা সরকার চালাতে চেয়েছিল। সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেসব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীরা এখন মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের দীর্ঘ বছরের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। তাদের প্রায় ৮০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়ে ১২টি জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, গোমতী জেলার সভানেত্রী সবিতা নাথ, মন্ডল সভাপতি অমর জমাতিয়া, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি বাগানহরি মলসম সহ অন্যান্য জনজাতি নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এদিন এই সভায় ৫৩টি পরিবারের ১৯২ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। তাদের বিজেপি দলে বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বিদ্যুৎ চোরদের বিরুদ্ধে

● আটের পাতার পর
নিগমের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৯৬৫২টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। সেই বছর জরিমানা ধার্য করা হয় ৯৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, যার মধ্যে আদায় করা হয় ৮১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭ হাজার ১১৯টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং জরিমানা ধার্য করা হয় ৭১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, যার মধ্যে ৬২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা আদায় করা সম্ভব হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪ হাজার ৩৩টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়। সেই সময় জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং আদায় করা হয় ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪ হাজার ৭৫টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করে ৬০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়, যার মধ্যে আদায় করা হয় ৪৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।
পরবর্তী বছরগুলিতে এই অভিযানের গতি আরও বাড়তে শুরু করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ৭৮২টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং জরিমানা ধার্য করা হয় ১ কোটি ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এর মধ্যে আদায় করা হয় ৬৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা।
২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫ হাজার ১৯৬টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং জরিমানা ধার্য করা হয় ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এর মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়।
২০২৪-২৫ অর্থবছরে অভিযানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। সেই বছরে ৯ হাজার ৯৪২টি হুক লাইন চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করা হয়। জরিমানা ধার্য করা হয় ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং আদায় করা হয় ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইতিমধ্যেই ৯ হাজার ৮০৫টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা এবং আদায় করা হয়েছে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।
শুধুমাত্র চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই নিগমের ভিজিল্যান্স স্কোয়াড অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মাসিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশন এলাকায় মোট ৮৩টি বড় ধরনের অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানে এক মাসেই ৭৭২টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৬৪৩টি বিদ্যুৎ মিটার পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৮৬টি মিটারে কারচুপির ঘটনা ধরা পড়ে। ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৫০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে এবং বকেয়া সহ মোট ৩৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৩১ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মভঙ্গের দায়ে ২৮৩টি বিদ্যুৎ সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।
নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা জানান, হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি শুধু সরকারের বিপুল আর্থিক ক্ষতির কারণ নয়, এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উপরও চাপ তৈরি হয়। অনেক সময় ভোল্টেজ ওঠানামা এবং লোড শেডিংয়ের সমস্যার মুখে পড়তে হয় বৈধ গ্রাহকদের। তাই বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করা গেলে রাজ্যে আরও স্থিতিশীল এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করা সহজ হবে।
নিগমের পক্ষ থেকে আবারও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, হুকিং বা মিটারে কারচুপি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যারা এখনও এই পথে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড সাধারণ মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়েছে, তারা যেন বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করেন এবং কোথাও বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা নজরে এলে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানান। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথের কঠোর নির্দেশ এবং ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুর সক্রিয় তদারকির ফলে এই অভিযানে আরও গতি আসবে বলেই মনে করছে বিদ্যুৎ নিগম। নিগমের মতে, বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে এই কঠোর অবস্থান রাজ্যে একটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 06-03-2026, 01:15

ক্রীড়াঙ্গন

দিয়ার দ্বিশতরানে চুরমার ত্রিপুরা ২৪৭ রানে বিশাল জয় হরিয়ানার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ-২৩ মেয়েদের ওয়ান ডে ট্রফি এলিট গ্রুপে ত্রিপুরার দুর্দশা কাটল না। তামিলনাড়ুর কাছে হারের পর এবার হরিয়ানার কাছে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গেল ত্রিপুরার মেয়েরা। পুদুচেরির সিএপি গ্রাউন্ডে হরিয়ানার ওপেনার দিয়া যাদবের মহাকাব্যিক দ্বিশতরানের সৌজন্যে ২৪৭ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল হরিয়ানা।বৃহস্পতিবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন হরিয়ানার অধিনায়ক। শুরু থেকেই ত্রিপুরার বোলারদের ওপর শাসন কায়েম করেন দুই ওপেনার তানিস্কা শর্মা ও দিয়া যাদব। তানিস্কা ১০৬ বলে ৭৯ রান করে আউট হলেও, অন্য প্রান্তে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন দিয়া যাদব। মাত্র ১৪৭ বলে ২০৬ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর এই ম্যারাথন ইনিংসে ছিল ২২টি চার এবং ৭টি ছক্কার প্রদর্শনী। শেষদিকে সোনিয়া মেন্ধিয়া ৪৭ বলে ৫২ রান করে স্কোরবোর্ডকে পাহাড়প্রমাণ উচ্চতায় পৌঁছে দেন। নির্ধারিত ৫০ ওভারে হরিয়ানা তোলে ৩ উইকেটে ৩৫৬ রান। ত্রিপুরার পক্ষে আম্বেষা দাস ৯ ওভারে ৬৭ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন।৩৫৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই হরিয়ানার বোলিং তোপের মুখে পড়ে ত্রিপুরা। কোনো ব্যাটারই ক্রিজে থিতু হতে পারেননি। অধিনায়ক আম্বেষা দাস (২৮) এবং তানিশা দাস (২১) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও বাকিরা ছিলেন আসা-যাওয়ার মিছিলে। হরিয়ানার হয়ে আমনদীপ কৌর ও গুলশান আলি ২টি করে এবং ঋতু দেবী ৩টি উইকেট নিয়ে ত্রিপুরার মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভার খেললেও ৯ উইকেটে মাত্র ১০৯ রানেই থমকে যায় ত্রিপুরার ইনিংস।উল্লেখ্য, গত ৩রা মার্চ নিজেদের প্রথম ম্যাচে তামিলনাড়ুর কাছে ১৭৪ রানে পরাজিত হয়েছিল ত্রিপুরা। পরপর দুই ম্যাচে বড় ব্যবধানে হার এলিট গ্রুপে ত্রিপুরার নক-আউট পর্বে যাওয়ার পথকে অনেকটাই কঠিন করে তুলল।সংক্ষেপে স্কোরকার্ড:হরিয়ানা: ৩৫৬/৩(৫০ ওভার) --- দিয়া যাদব ২০৬, তানিস্কা শর্মা ৭৯, সোনিয়া মেন্ধিয়া ৫২।ত্রিপুরা: ১০৯/৯(৫০ ওভার) — আম্বেষা দাস ২৮, তানিশা দাস ২১; ঋতু দেবী ৩/১৬, আমনদীপ কৌর ২/১৭।ফল: হরিয়ানা ২৪৭ রানে জয়ী।

ভিজ্জি ট্রফি: দক্ষিণ জোনকে উড়িয়ে ফাইনালে পশ্চিম জোন, নায়ক অমিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গোয়ার পানজিম জিমখানা মাঠে দক্ষিণ অঞ্চলকে ১৩১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে মর্য্যাদাপূর্ণ উইজি ট্রফির ফাইনালে জায়গা করে নিল পশ্চিম অঞ্চল। টানটান উত্তেজনার এই ম্যাচে ব্যাট ও বল উভয় বিভাগেই দাপট দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল পশ্চিমের ছাত্ররা। মূলত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জোরেই দক্ষিণ অঞ্চলের চ্যালেঞ্জকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিল তারা।এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ অঞ্চল। তবে তাদের সেই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করে নির্ধারিত ৫০ ওভারের ৪ বল বাকি থাকতেই ৩০৩ রানের বড় স্কোর খাড়া করে পশ্চিম অঞ্চল। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭০ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন রামদেব। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন অমিত রাঠোর (৫৩) এবং টি.এম. তেওয়ারি (৪৭)। এছাড়া শেষ দিকে লাকিরাজের ৪৩ রান দলকে ৩০০-র গণ্ডি পার করতে সাহায্য করে। দক্ষিণ অঞ্চলের পক্ষে বি.এম. ধানুশ ৩টি এবং পরশ রাজ ২টি উইকেট দখল করেন।৩০৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাটিং লাইনআপ। ঋষভ আপ্পাচু (৫১) এবং পরশ রাজ (৩৮) কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও বাকি ব্যাটাররা পশ্চিম অঞ্চলের বোলারদের দাপটে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন। মাত্র ৩৩.২ ওভারে ১৭২ রানেই গুটিয়ে যায় দক্ষিণ অঞ্চলের ইনিংস।পশ্চিম অঞ্চলের জয়ের প্রধান কারিগর ছিলেন ডি.আর. গজরাজ। তিনি ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৫৪ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। বোলিংয়েও চমক দেখান অর্ধশতরানকারী অমিত রাঠোর, তিনি মাত্র ৫ ওভারে ২৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। আদিত্য রাজ রাঠোরও পান ৩টি উইকেট।এই বিশাল জয়ের ফলে উইজি ট্রফির ফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করল পশ্চিম অঞ্চল। অমিত রাঠোর পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এখন দেখার বিষয়, খেতাবি লড়াইয়ে তারা এই জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারে কি না।এক নজরে স্কোরকার্ড:পশ্চিম অঞ্চল: ৩০৩ (৪৯.২ ওভার) রামদেব ৭০, অমিত রাঠোর ৫৩, লাকিরাজ ৪৩; বি.এম. ধানুশ ৩/৬১।দক্ষিণ অঞ্চল: ১৭২ (৩৩.২ ওভার) ঋষভ আপ্পাচু ৫১, পরশ রাজ ৩৮; ডি.আর. গজরাজ ৪/৫৪, অমিত রাঠোর ৩/২৯।ফল: পশ্চিম অঞ্চল ১৩১ রানে জয়ী এবং ফাইনালে উত্তীর্ণ।

ইন্টার জোনাল ওয়ান ডে: দিপ্তী-শেফালিদের লড়াইয়ে দাপট দেখাল পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভারতের ঘরোয়া মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম মর্য্যাদাপূর্ণ আসর "সিনিয়র উইমেন্স ইন্টার জোনাল ওয়ান ডে ট্রফি"-তে বৃহস্পতিবার ছিল বড় অঘটন আর দাপুটে জয়ের দিন। বেঙ্গালুরুর তিনটি আলাদা মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে পশ্চিম অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চল। তবে দিনের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় এসেছে পশ্চিম অঞ্চলের হাত ধরে।নর্থ ইস্টকে চুরমার করল পশ্চিম অঞ্চল : বিসিসিআই সিওআর গ্রাউন্ড-৩-এ মুখোমুখি হয়েছিল পশ্চিম অঞ্চল ও নর্থ ইস্ট জোন। প্রথমে ব্যাটিং করে পশ্চিম অঞ্চল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৫৩ রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোর খাড়া করে। পাহাড় সমান রান তাড়া করতে নেমে নর্থ ইস্টের ইনিংস মাত্র ১৩৬ রানেই (৪৮.৪ ওভার) গুটিয়ে যায়। ২১৭ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল পশ্চিমের প্রমিলা বাহিনী।পূর্ব অঞ্চলকে হারিয়ে সহজ জয় মধ্য অঞ্চলের:সিওআর গ্রাউন্ড-২-এ লড়াই ছিল পূর্ব অঞ্চল বনাম মধ্য অঞ্চলের। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে মধ্য অঞ্চলের বোলারদের দাপটে ১৬০ রানেই (৪৮.৫ ওভার) অল-আউট হয়ে যায় পূর্ব অঞ্চল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৩৯ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে (১৬৩/৩) পৌঁছে যায় মধ্য অঞ্চল। ৭ উইকেটে জয়ী হয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। পূর্ব অঞ্চলের বোলাররা মধ্য অঞ্চলের ব্যাটারদের ওপর সেভাবে চাপ তৈরি করতে ব্যর্থ হন।উত্তর অঞ্চলকে নাস্তানাবুদ করল দক্ষিণ অঞ্চল:অন্যতম হাই-প্রোফাইল ম্যাচে সিওআর গ্রাউন্ড-১-এ মুখোমুখি হয়েছিল উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চল। প্রথমে ব্যাটিং করে উত্তর অঞ্চল কোনোমতে ১৯৯ রান (৫০ ওভার) সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ২০০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাটাররা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করেন। মাত্র ৩৬.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তুলে নেয় দক্ষিণ অঞ্চল। ৮ উইকেটের দাপুটে জয়ে সেমিফাইনালের লড়াইয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল দক্ষিণ ভারত।

নিখিলের শতরানে পূর্ব জোনকে গুঁড়িয়ে ফাইনালে উত্তর জোন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পশ্চিম অঞ্চলের পর এবার উইজি ট্রফির ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করল উত্তর অঞ্চল। বৃহস্পতিবার গোয়ার পরভোরিমে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পূর্ব অঞ্চলকে ১১১ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল তারা। ম্যাচের নায়ক নিখিলের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করল পূর্ব অঞ্চলের ছাত্ররা।এদিন টসে জিতে উত্তর অঞ্চলকে প্রথমে ব্যাটিং করতে পাঠান পূর্ব অঞ্চলের অধিনায়ক। তবে সেই সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। উত্তর অঞ্চলের ওপেনার নিখিল শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং প্রদর্শন করেন। মাত্র ৯৪ বলে ১৩০ রানের একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ১৭টি চার এবং ৬টি বিশাল ছক্কা। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন রাহুল চৌধুরী (৪৫)। শেষ পর্যন্ত ৪৯ ওভারে ২৮৩ রানে অল-আউট হয় উত্তর অঞ্চল। পূর্ব অঞ্চলের হয়ে বল হাতে উজ্জ্বল ছিলেন বিশ্বজিৎ মহাপাত্র; তিনি ৫৪ রান দিয়ে একাই ৫টি উইকেট তুলে নেন। আশুতোষ যাদবও ৩টি উইকেট পান।২৮৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে উত্তর অঞ্চলের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে পূর্ব অঞ্চলের ব্যাটিং লাইনআপ। শশাঙ্ক (৩৯) এবং অভ্যুদয় সিং (৩১) কিছুটা লড়াই করলেও দলের বাকিরা চূড়ান্ত ব্যর্থ হন। মাত্র ৩৫.৫ ওভারে ১৭২ রানেই শেষ হয়ে যায় পূর্ব অঞ্চলের ইনিংস।উত্তর অঞ্চলের বোলারদের মধ্যে ব্যাটিংয়ের পর বল হাতেও ভেলকি দেখান নিখিল (২/৩১)। এছাড়া মাজ আহমেদ, সক্ষম কাইম এবং রাহুল চৌধুরী প্রত্যেকেই ২টি করে উইকেট দখল করেন। প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে নিখিল। এই জয়ের ফলে ফাইনালে পশ্চিম অঞ্চলের মুখোমুখি হবে উত্তর অঞ্চল।এক নজরে স্কোরকার্ড:উত্তর অঞ্চল: ২৮৩ (৪৯ ওভার) নিখিল ১৩০, রাহুল চৌধুরী ৪৫; বিশ্বজিৎ মহাপাত্র ৫/৫৪, আশুতোষ যাদব ৩/২৬।পূর্ব অঞ্চল: ১৭২ (৩৫.৫ ওভার) শশাঙ্ক ৩৯, অভ্যুদয় সিং ৩১; রাহুল চৌধুরী ২/১৪, মাজ আহমেদ ২/২১ ফল: উত্তর অঞ্চল ১১১ রানে জয়ী এবং ফাইনালে উত্তীর্ণ।

ইন্টার জোনাল ওয়ান ডে লড়াইয়ে দাপট দেখালো পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ জোন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভারতের ঘরোয়া মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম মর্য্যাদাপূর্ণ আসর "সিনিয়র উইমেন্স ইন্টার জোনাল ওয়ান ডে ট্রফি"-তে বৃহস্পতিবার ছিল বড় অঘটন আর দাপুটে জয়ের দিন। বেঙ্গালুরুর তিনটি আলাদা মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে পশ্চিম অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চল। তবে দিনের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় এসেছে পশ্চিম অঞ্চলের হাত ধরে।নর্থ ইস্টকে চুরমার করল পশ্চিম অঞ্চল : বিসিসিআই সিওআর গ্রাউন্ড-৩-এ মুখোমুখি হয়েছিল পশ্চিম অঞ্চল ও নর্থ ইস্ট জোন। প্রথমে ব্যাটিং করে পশ্চিম অঞ্চল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৫৩ রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোর খাড়া করে। পাহাড় সমান রান তাড়া করতে নেমে নর্থ ইস্টের ইনিংস মাত্র ১৩৬ রানেই (৪৮.৪ ওভার) গুটিয়ে যায়। ২১৭ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল পশ্চিমের প্রমিলা বাহিনী।পূর্ব অঞ্চলকে হারিয়ে সহজ জয় মধ্য অঞ্চলের:সিওআর গ্রাউন্ড-২-এ লড়াই ছিল পূর্ব অঞ্চল বনাম মধ্য অঞ্চলের। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে মধ্য অঞ্চলের বোলারদের দাপটে ১৬০ রানেই (৪৮.৫ ওভার) অল-আউট হয়ে যায় পূর্ব অঞ্চল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৩৯ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে (১৬৩/৩) পৌঁছে যায় মধ্য অঞ্চল। ৭ উইকেটে জয়ী হয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। পূর্ব অঞ্চলের বোলাররা মধ্য অঞ্চলের ব্যাটারদের ওপর সেভাবে চাপ তৈরি করতে ব্যর্থ হন।উত্তর অঞ্চলকে নাস্তানাবুদ করল দক্ষিণ অঞ্চল:অন্যতম হাই-প্রোফাইল ম্যাচে সিওআর গ্রাউন্ড-১-এ মুখোমুখি হয়েছিল উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চল। প্রথমে ব্যাটিং করে উত্তর অঞ্চল কোনোমতে ১৯৯ রান (৫০ ওভার) সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ২০০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাটাররা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করেন। মাত্র ৩৬.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তুলে নেয় দক্ষিণ অঞ্চল। ৮ উইকেটের দাপুটে জয়ে সেমিফাইনালের লড়াইয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল দক্ষিণ ভারত।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সৌদি ছাড়লেন রোনাল্ডো

আল নাসেরের হয়ে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আগামী কিছু দিন মাঠে নামতে পারবেন না। পাশাপাশি, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য সৌদি আরবে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে খেলা। তাই মঙ্গলবার পরিবার নিয়ে ব্যক্তিগত বিমানে রিয়াধ ছেড়েছেন রোনাল্ডো। চলে গিয়েছেন নিজের মাদ্রিদের বাড়িতে। সেখানেই চোটের চিকিৎসা করাবেন সিআর সেভেন।

ইরানে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ হামলা এবং ইরানের প্রত্যাঘাত নিয়ে নয়। ফুটবলপ্রেমীদের উদ্বেগ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সাড়ে তিন মাস আগে রোনাল্ডো চোট পাওয়ায়। পর্তুগালের অধিনায়ক কি খেলতে পারবেন? আল নাসেরের চিকিৎসকেরা আশার কথা শুনিয়েছেন।রোনাল্ডোর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট গুরুতর নয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে দু'তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। তার পর অনুশীলন শুরু করতে পারবেন। মনে করা হচ্ছে, চার সপ্তাহ পর তিনি আবার ম্যাচ খেলতে পারবেন। ফলে আগামী বিশ্বকাপে খেলতে তাঁর সমস্যা হবে না। গত শনিবার আল ফায়হার বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পান রোনাল্ডো। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালেই সম্ভবত শেষ বার বিশ্বকাপ খেলবেন ৪১ বছরের ফুটবলার।চোট এবং পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মঙ্গলবার সপরিবার রিয়াধ ছেড়ে মাদ্রিদে চলে গিয়েছেন রোনাল্ডো। ব্যক্তিগত ৭৫০ কোটি টাকার বিলাসবহুল বিমানে মাদ্রিদ গিয়েছেন তিনি।

বিলোনিয়া সিনিয়র ক্রিকেটে সহজ জয় পেল নিউ স্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বোলারদের হাত ধরে আরো একটি ম্যাচে সহজ জয় ছিনিয়ে নিল নিউ স্টার ক্লাব। বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলতি সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হয় নিউ স্টার ও এস বি সি নগর। স্থানীয় বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত দুই দলের ম্যাচে নিউ স্টার ছয় উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষকে। সকালে পরাজিত দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে মাত্র ৭৪ রান। সুরজ কান্তি দাসের ২০ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে এসবিসি নগর। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে অদ্রিত মজুমদার ও মানিক লাল সাহা তিনটি করে উইকেটে নেয়।

Tinku Roy
Minister

सत्यमेव जयते

Government of Tripura
Department of Youth Affairs & Sports
Social Welfare & Social Education and Labour
Civil Secretariat, Capital Complex
Agartala 799 010
: 0381 241 4040/241 4005 email : min.swse 2023@gmail.com

৫৫-তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা মাস উপলক্ষে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর বার্তা

বিগত ৪ঠা মার্চ ২০২৬, সারা দেশের সাথে ত্রিপুরারও প্রতিটি কল-কারখানায় পালিত হয়েছে ৫৫- তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস। পাশাপাশি ৪ঠা থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পালিত হচ্ছে জাতীয় সুরক্ষা মাস। এই উপলক্ষে ত্রিপুরার সরকারের ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন ও বিভিন্ন কলকারখানা যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অতীতে আমরা দেখেছি, সুরক্ষা নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন না করার ফলে এবং সচেতনতার অভাবে বহু শ্রমিক ভাই-বোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এবং এইসব অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনায় অনেক সময় প্রাণহানি ঘটে এবং জাতীয় সম্পদের ক্ষতি হয়, এমনকি পরিবেশও বিপর্যস্ত হয়। তাই দুর্ঘটনা রোধে পুরোমাসব্যাপী বিশেষ সুরক্ষা সচেতনতা প্রচার চালানো হবে।

শিল্প সম্প্রসারণের সাথে সাথে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। এ বছরের জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও মাসের মূল থিম হলো -

"নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে জনগণকে সম্পৃক্ত করুন, শিক্ষিত করুন এবং ক্ষমতায়ন করুন"

রাজ্য সরকার শিল্পক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধে সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে-একটি দুর্ঘটনা শুধু একজন শ্রমিক নয়, তার পরিবার, সমাজ এবং গোটা দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একমাত্র সচেতনতাই দুর্ঘটনা প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি। সচেতনতা শুরু করতে হবে নিজস্ব উদ্যোগে- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার, নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে পালন এবং অন্যদের সচেতন করার দায়িত্ব

মাধ্যমে।

ত্রিপুরা সরকারের ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগের পাশাপাশি শ্রমিক, মালিক ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি-সুরক্ষা বিধি মেনে চলুন, দুর্ঘটনা এড়ান। শিল্পক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যাবো "বিকশিত ভারত ২০৪৭"- এর লক্ষ্যে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কল-কারখানার প্রতিটি মানুষ সুরক্ষা বিধি মেনে চলবেন এবং ত্রিপুরায় দুর্ঘটনামুক্ত কর্মপরিবেশ গড়ে তুলবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ICA/D-2083/26

(শ্রী টিংকু রায়)

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites sealed tenders/quotations from the bonafide/ registered whole sale drug Distributors for supply of Medicines/surgical items etc. in favour of 5th Battalion TSR(IR-I), Duluma, Amarpur, Gomati, Tripura for the financial year 2026-2027 covering the period up to 31st March' 2027.
2. A copy of Notice Inviting Tender, List of Medicine/surgical items, Terms & Condition etc. may be obtained from office of the Commandant, 5th Battalion TSR(IR-I), Duluma Amarpur, Gomati, Tripura on or before 17.03.2026 on cash payment of sum of Rs.500/- on any working day. Last date of submission of tender/quotation is up to 1500 hrs on 19.03.2026 and will be opened on 20.03.2026 at 1100 hrs.
Copy to:- Notice Board.

(Vanneiliana Darlong)
Commandant
5th Battalion TSR (IR-I)
Tender Inviting Authority

ICA/C-4659/26

NIT NO : No.F.11(2)/Agri/SA/AMP/Carrying/2022-23/6023, dtd 21-02-2026.
Name of the Work - Internal Carrying of Agri. Inputs under Amarpur Agri. Sub- Division for the year of 2026-27.
Tender Type :- e-tender
Estimated cost:- Rs. 10,00,000/-
Earnest Money:- Rs. 10,000/-
Time of Completion:- 1 year.
Last Date of bidding :-16-03-2026 up to 5.30 PM.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4665/26

Sd/-
21/02/2026
(Samit Bhattacharya)
Superintendent of Agriculture
Amarpur Agri Sub-Division
Amarpur, Gomati Tripura

// NOTICE INVITING TENDER //

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites fresh applications for tender/ quotation from reputed registered suppliers/ authorized dealers/ manufactures for supply of Store articles like Expendable, Utensil, Miscellaneous, Sports, Electric goods, Band equipments, Tentage items Stationery store items, MT Spare parts, Tyre re-treading, Body builders for repairing works of this Unit vehicles and vehicles hoods, F.I.P job works, welding articles, Medicine and Medical equipments belonging to 8th Bn TSR (IR-III), Lalcherra, Dhalai, Tripura for the financial year 2026-2027.
02. Terms & Condition along with relevant details etc. will be distributed from the Office of the Commandant, 8th Battalion TSR (IR-III), Lalcherra, Dhalai Tripura up to 07.03.2026 during office hours from date of publication in papers. Interested suppliers/dealers/ workshops are requested to collect the tender form with a prayer on cash payment of Rs.200/- (Rupees two hundred) only being the cost of tender form. The tender notice can also be seen at website www.tripura.govt.in.
03. The sealed cover containing quotation should reach to the office of the undersigned on or before 17.03.2026 at 1700 hrs. The tender box will be opened on 18.03.2026 at 1100 hrs by the committee in presence of interested tenderer(s) or their representatives.

(Amarjit Debbarma)
Commandant
8th Battalion TSR (IR-III)

ICA/C-4645/26

Admission Notice

It is hereby informed to all the aspirants that Application Form for Admission in Nursery (Age group: 3-4 Years) for the Academic Year 2026-27 will be distributed & collected w.e.f 10-03-2026 to 20-03-2026 at 07:00 Am to 09:00 AM at Bishalgarh English Medium H.S School.
Date of "Lottery": 26-03-2026, at 08:00 AM
Place: Bishalgarh English Medium H.S School
N. B: For all admission inquiries, please visit the School Office in person during School hours.

Sadananda Debbarma
Principal
Bishalgarh English Medium H.S School

ICA/D-2091/26

PESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 32/EE/KD/2025-26 Date: 02/03/2026

Sl No.	Name of the Work/ DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid Fee	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application
1	89/EE/KD/2025-26	Rs. 21,53,106.05	Rs. 43,062.00	90(Ninety) days	1,000.00	Upto 3.00 Pm on 09/03/2026	At 4.00 PM on 09/03/2026	https://tripuratenders. gov.in
2	90/EE/KD/2025-26	Rs. 23,38,857.11	Rs. 46,777.00	90(Ninety) days	1,000.00			
3	91/EE/KD/2025-26	Rs. 24,06,391.00	Rs. 48,128.00	180(One hundred eighty) days	1,000.00			
4	92/EE/KD/2025-26	Rs. 24,05,439.00	Rs. 48,109.00	60(Sixty) Days	1,000.00			

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

ICA/C-4639/26

PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: -252/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 Dt. 26/02/2026 and 255/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 and 253-254/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 Dt. 27/02/2026.
The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 10/03/2026 at 3.00 P.M.

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Construction of 5 nos Boys and Girls Toilet upto Class Viii under Bokafa and Hrishyamukh RD Blocks of South Tripura District for the year 2025-26. PNIeT No: 252/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25. 148/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	2750000.00	55000.00	03 Months	10/03/2026 Upto 15.00 Hrs	11/03/2026 Hrs on 11.00	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Major Repair of PM SHRI Sachindra GP High School under Bokafa Block under South Tripura District sanctioned under PM SHRI Scheme during the year 2023-24 PNIeTNo.253/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 149/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	450000.00	9000.00	2 M onths	10/03/2026 Upto 15.00 Hrs	11/03/2026 Hrs on 11.00	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
3	Repair upgradation of Multigym at Kavi Najrul Mahavidyalaya, Sonamura, Sepahijala District during the year 2025-26. PNIET No-254/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeTNo. 150/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25	199524.00	3990.00	20 Days	10/03/2026 Upto 15.00 Hrs	11/03/2026 Hrs on 11.00	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
4	Construction of 5 nos Boys and Girls Toilets upto Elementary Level under Bokafa and Hrishyamukh RD Blocks of South Tripura District for the year 2025-26. PNIET No-255/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeTNo. 151/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25	2750000.00	55000.00	03 Months	10/03/2026 Upto 15.00 Hrs	11/03/2026 Hrs on 11.00	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2024-25 Dated, Agartala the 02/03/2026. 13575-77

Dhirendra Debbarma
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex.

ICA/C-4651/26

এ বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও মান সম্পন্ন আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত পরিকাঠামো এবং দক্ষ মানব সম্পদের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী করা হচ্ছে। আজ এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনা করে এ.জি.এম.সি কাউন্সিল ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালে আজ যে তিনটি স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ১৬ শয্যা বিশিষ্ট রেসপিরেটরি অ্যান্ড জেরিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, ট্রমা সেন্টার অপারেশন থিয়েটার এবং নবনির্মিত লেবার রুম কাম ও.বি.এস. অ্যান্ড গাইনো ও.টি. কমপ্লেক্স। তিনি বলেন, এই পরিষেবাগুলি চালু হওয়ার ফলে রোগীদের উন্নত ও সময়োপযোগী চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা আরও সহজ হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক মনিটরিং ব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম সম্বলিত রেসপিরেটরি ও জেরিয়াট্রিক আই.সি.ইউ. চালু হওয়ার ফলে শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতা এবং বার্ধক্যজনিত গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই পরিষেবা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে ৩২০টির উপর আইসিইউ-এর শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে। দ্বিতীয় পরিষেবা প্রসঙ্গে জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রমা সেন্টারের অপারেশন থিয়েটার চালু করা স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে এখন থেকে ২৪ ঘন্টা জরুরি অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হবে। এখানে রোগীদের নিউরো সার্জন, জেনারেল সার্জন এবং অর্থোপেডিক সার্জন সহ বিভিন্ন ট্রমা বিশেষজ্ঞদের পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থাকবে। এর ফলে সড়ক দুর্ঘটনা বা অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নবনির্মিত লেবার রুম কাম ও.বি.এস. অ্যান্ড গাইনো ও.টি. কমপ্লেক্স সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা এবং নবজাতকের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রসূতি মা ও নবজাতকের জন্য উন্নত নিরাপদ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, গত কয়েক বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৭২৭ থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ১,৪১৩টি করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, কমিউনিকেবল ডিজিজ সেন্টার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা নির্মাণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা

কৈলাসহর, ৫ মার্চ: দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ সকালে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের নূরপুর চৌমুহনী এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীরা নূরপুর চৌমুহনীর চারটি সংযোগকারী রাস্তা অবরোধ করে বসেন। ফলে চারদিকের যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং বহু গাড়ি রাস্তায় আটকে পড়ে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে টেন্ডার সংক্রান্ত নানা সমস্যার কারণে এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করা হচ্ছে না। অনেক আগেই রাস্তা নির্মাণের জন্য টেন্ডার ডাকা হলেও এখনও পর্যন্ত বাস্তবে কোনও কাজ শুরু হয়নি। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, এখন শুকনো মরশুম চললেও কাজ শুরু না হলে বর্ষা এলেই আর রাস্তা নির্মাণ সম্ভব হবে না। তাতে এলাকার মানুষকে আরও দীর্ঘদিন ভোগান্তি পোহাতে হবে। অবরোধের কারণে আশপাশের এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিন বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষা চলছিল, ফলে ছাত্রছাত্রীদেরও চরম সমস্যায় পড়তে হয় এবং অনেকের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরি হয় বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক ও মহকুমা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে খুব দ্রুত রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে বলে আশ্বাস দেন। প্রশাসনের আশ্বাসের পর অবরোধ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসীরা এবং ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে দ্রুত কাজ শুরু না হলে আবারও আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

কেন্দ্র ও রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের পরিদর্শনে লখনউ সফরে ত্রিপুরার সাংবাদিক দল

আগরতলা, ০৫ মার্চ: প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) আগরতলার উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ শহরে 'পরিদর্শন সফরে' (প্রেস ট্যুর) যাচ্ছেন রাজ্যের একদল সাংবাদিক। আগরতলা থেকে ৫ মার্চ রওয়ানা দিয়ে ১১ মার্চ পুনরায় ফিরে আসবে এই দলটি। পিআইবি নিয়মিত ভাবে সাংবাদিকদের তথ্যসমৃদ্ধ করতে ও দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সরাসরি দেখার সুযোগ করে দিতে এই 'প্রেস ট্যুর'র আয়োজন করে। এবারকার সফরে দলটি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। তাছাড়া পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে অযোধ্যার উন্নয়নের রূপরেখা অনুধাবন করা, ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের (এন.এইচ.এ.আই.) বিভিন্ন প্রকল্প ও এক্সপ্রেসওয়ে পরিদর্শন করা, ভারতীয় রেলের গবেষণা, নকশা ও মান সংস্থা (আর.ডি.এস.ও.) পরিদর্শন, লখনউ মেট্রো'র পরিবহণ ব্যবস্থা ঘুরে দেখা, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড (এইচ.এ.এল.)-এর কাজ সম্পর্কে জানা, 'এক জেলা এক পণ্য' উদ্যোগের অংশ হিসেবে হস্তশিল্প 'চিকনকরি' কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করবে।

সাংবাদিকদের এই দলে ত্রিপুরা ভবিষ্যত পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রা রায়, জাগরণ-এর সম্পাদক সন্দীপ বিশ্বাস, ত্রিপুরা অবজার্ভার-এর সাংবাদিক অভিজিত নাথ, নর্থইস্ট কালার্স-এর সংবাদ প্রতিনিধি শ্যামলকৃষ্ণ রায়চৌধুরি, নিউজ ভ্যানগার্ড'র বার্তা সম্পাদক দেবব্রত চক্রবর্তী, নিউজ টুডে'র সাংবাদিক চন্দ্রিমা সরকার এবং ত্রিপুরা টাইমসের বার্তা সম্পাদক জয়দীপ চক্রবর্তী আছেন। সফরে পরিচালন কর্মকর্তা হিসেবে থাকছেন পিআইবি গুয়াহাটির (এনইজেড) অতিরিক্ত মহাপরিচালক শ্রী কৃপাশংকর যাদব।

এই সফর সাংবাদিকদের জন্য দেশের উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তব চিত্র বোঝার ক্ষেত্রে এবং তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনের একটি সুযোগ হিসেবে পরিগণিত হবে। সফরের শেষে তাঁরা প্রতিটি পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন।

বিলোনিয়ায় প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারী সেন্টারে নতুন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ মার্চ: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া শহরের রামঠাকুর পাড়া এলাকায় অবস্থিত প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারী-এর বিলোনিয়া শহর সেন্টারে একটি নতুন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে গ্রন্থাগারটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন এলাকার বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। জানা গেছে, বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই গ্রন্থাগারটি নির্মিত হয়েছে। গ্রন্থাগারটি স্থাপনের ফলে আশ্রমের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যেও পাঠাভ্যাস ও জ্ঞানচর্চা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে আশ্রম প্রাঙ্গণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া শহর সেন্টারের ইনচার্জ শ্রীমতি তপতী রায় সহ আশ্রমের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

আশ্রমের কর্মকর্তারা নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। একই সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পূর্ত দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের ধন্যবাদ জানান বিধায়ক দীপংকর সেন।

তাঁর মতে, এই ধরনের উদ্যোগ এলাকার শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সোনামুড়ায় বিকশিত ভারত ইয়ুথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ০৫ মার্চ: সম্প্রতি সোনামুড়া কবি নজরুল সরকারি মহাবিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে বিকশিত ভারত ইয়ুথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের সহায়তায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে "জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বছর" বিষয়ক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক বিতর্কপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে বিষয়বস্তুর উপর পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা করে উল্লেখ্য, জেলাস্তরের এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের বিজয়ীরা রাজ্যস্তর এবং রাজস্তরে থেকে জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। অনুষ্ঠানে কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডা. সুকোমল কান্তি ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শুভ্রজিৎ দাস, বিপুল দেবনাথ এবং এই মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার ডা. জহর দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মনগরে প্রথম স্টেট গেমসে অব্যবস্থাপনার অভিযোগ, বিতর্কের মুখে আয়োজকরা

আগরতলা, ৫ মার্চ।। ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত প্রথম স্টেট গেমসকে কেন্দ্র করে একাধিক অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অংশগ্রহণকারী কোচ, খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের একাংশের দাবি, প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই সংগঠন ও নিয়মকানুন নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

জানা যায়, ধর্মনগর টেট মিটে সবাই পৌঁছানোর পর রাত প্রায় ১১টা নাগাদ একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে খেলার নতুন নিয়ম ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও সেক্রেটারি মিনতি পাল সঠিকভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারেননি বলে অভিযোগ ওঠে। পরদিন সকালে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, নতুন নিয়ম সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। যদিও পরবর্তীতে পুরনো নিয়মেই খেলা শুরু করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, নতুন নিয়ম চালু হওয়ার তিন বছর পেরিয়ে গেলেও এ বিষয়ে কোনো ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়নি।

২৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা থেকে দুটি মাঠে খেলা শুরু হয়। পুরুষদের তিনটি ম্যাচ সম্পন্ন হওয়ার পর চতুর্থ ম্যাচে খোয়াই ও ঊনকোটি জেলার দল মুখোমুখি হয়। সেই সময় খোয়াই জেলার কোচ মাঠের মাপজোক সঠিক নয় বলে অভিযোগ তোলেন এবং বিষয়টি ম্যাচ রেফারিকে জানান। এরপর মাঠ পরিদর্শনে আসেন সেক্রেটারি মিনতি পাল এবং ক্রীড়া দপ্তরের দুই কর্মকর্তা। আলোচনার পর মাঠ পুনরায় ঠিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়। টি.সি.এ-র অনুমতি নিয়ে মাঠের মাপ ঠিক করার কাজ শুরু হয় এবং প্রায় তিন ঘণ্টা পর খেলা আবার শুরু হয়।

এরপর পুরুষদের ষষ্ঠ ম্যাচে খোয়াই ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মধ্যে খেলাকালীন মাঠে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, দক্ষিণ ত্রিপুরার এক খেলোয়াড় খোয়াই জেলার এক খেলোয়াড়কে আঘাত করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কয়েকজন মাঠে ঢুকে পড়ে এবং মারধরের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। এতে খোয়াই জেলার এক খেলোয়াড় মাঠেই লুটিয়ে পড়েন। ওই সময় কোচ মনিন্দ্র দেব আহত খেলোয়াড়ের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল স্টাফদের ডাকার অনুরোধ জানান। কিন্তু অভিযোগ, একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসে কোচের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং তাকে হুমকি দেন। পরে বিষয়টি স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারিকে জানানো হয়। ঘটনার সময় রেফারিরা খোয়াই জেলার খেলোয়াড়দের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান বলে জানা গেছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এখানেও সময় নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ, পুরুষদের ম্যাচ ৭ মিনিট করে হলেও মহিলাদের ম্যাচ ৯ মিনিট করে পরিচালনা করা হয়, যা নিয়মবহির্ভূত বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের। একই প্রতিযোগিতায় দুটি মাঠে আলাদা সময়ে ম্যাচ পরিচালনা করা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া মাঠে অতিরিক্ত বালু থাকায় খেলোয়াড়দের খেলতে অসুবিধা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী ও সার্টিফিকেট বিতরণেও গরমিল দেখা যায় বলে অভিযোগ। কিছু ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন দলকে পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট এবং রানার্স দলকে চ্যাম্পিয়ন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে নানা বিতর্ক ও অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই ধর্মনগরে প্রথম স্টেট গেমস সম্পন্ন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই ৯টি দোকান, চাঞ্চল্য, পরিদর্শনে যান বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা

আগরতলা, ৫ মার্চ: বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই নয়টি দোকান। গতকাল রাতে কৈলাসহর মহকুমার নুরপুর বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের নয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনীর ইঞ্জিন। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে সকালে ছুটে গিয়েছে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোর প্রায় সাড়ে ৫টা নাগাদ বাজারের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং একের পর এক দোকান দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে। আগুনে মুদি দোকান, মিষ্টির দোকান, একটি প্যাথোলজি ল্যাব এবং বাইক মেকানিকের দোকানসহ মোট ৯টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আগুন লাগার পর স্থানীয়রা প্রথমে নিজেদের উদ্যোগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। পরে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তবে দমকলের গাড়িতে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রতিটি দোকানে প্রায় ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকার মালপত্র ছিল। ফলে আগুনে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রমজান মাসের আগে ব্যবসার জন্য অতিরিক্ত মালপত্র তোলা হয়েছিল বলে জানান দোকান মালিকরা। তাই হঠাৎ এই অগ্নিকাণ্ডে তাদের মাথায় হাত পড়েছে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিসিএম মতি রঞ্জন দেববর্মা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে পর্যাপ্ত সহায়তা ও পুনর্বাসন নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সরকারি সহায়তা প্রদান করা না হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এলাকার বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে বিধায়ক এবং প্রশাসনের কাছে দ্রুত প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, বাড়ি পুড়ে ছাই

কৈলাসহর, ৫ মার্চ: আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বসত ঘর। ফটিকরায় থানাধীন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালডহর গ্রামের বাসিন্দা টোটন দেবনাথের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। ওই অগ্নিকাণ্ডে ঘরের প্রায় সব জিনিসপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ করেই বাড়ির ভেতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই আগুন দ্রুত পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বিশালগড়ে বেহাল ট্রাফিক ব্যবস্থা নাজেহাল সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ মার্চ: বিশালগড় বাজার ও আশপাশের এলাকায় দিন দিন ভেঙে পড়ছে ট্রাফিক ব্যবস্থা। এর ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও পথচারীরা। বিশেষ করে বিশালগড় নিচের বাজার ও কাম থানা রোড এলাকায় পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ বলে অভিযোগ স্থানীয়দের অভিযোগ উঠেছে নিচের বাজারে কাম থানা রোড সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে অবৈধ অটো পার্কিং। যেখানে সেখানে অটো ও ছোট ব্যাটারি চালিত গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে রাস্তা অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে।

এর ফলে সামান্য সময়ের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট স্থানীয়দের আরও অভিযোগ রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করেও বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে। ওই চায়ের দোকানের পাশেই প্রায়ই দামি ব্যক্তিগত গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এতে করে রাস্তার একাংশ প্রায় দখল হয়ে যায় এবং যান চলাচল আরও কঠিন হয়ে পড়ে এছাড়াও বাজার এলাকায় প্রায়ই রাস্তার ধারে দোকানের মালামাল লোড ও আনলোড করা হয়। অনেক সময় সিমেন্ট বা অন্যান্য পণ্য বোঝাই গাড়ি রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে মাল নামানো হয় যার ফলে ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও ভেঙে পড়ছে সব মিলিয়ে বিশালগড়ের ট্রাফিক পরিস্থিতি এখন প্রায় দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছেছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। দ্রুত এই অব্যবস্থার সমাধানে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ।

৮ বছরে ৫৪ হাজারের বেশি হুকলাইন ছিন্ন

বিদ্যুৎ চোরদের বিরুদ্ধে নিগমকে জিরো টলারেন্সের নির্দেশ বিদ্যুৎমন্ত্রীর

আগরতলা, ৫ মার্চ: রাজ্যে বিদ্যুৎ চুরি এবং হুক লাইনের মাধ্যমে অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবার কার্যত জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (টিএসইসিএল)। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, বিদ্যুৎ চোরদের কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না। আইনানুগ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ চুরি রুখে দেওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন নিগমকে।

মন্ত্রী আরও বলেন, বিদ্যুৎ চুরি শুধু সরকারের আর্থিক ক্ষতিই ডেকে আনে না, বরং এর ফলে বৈধ গ্রাহকদের পরিষেবাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বিদ্যুৎ চুরি রোধ করতে নিগমের ভিজিল্যান্স দলকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদেরও এই অভিযানে এগিয়ে এসে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী গোটা রাজ্যে ভিজিল্যান্স কার্যক্রম ইতিমধ্যেই জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত ঝটিকা অভিযান চালিয়ে অবৈধ হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ চোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, গত কয়েক বছরে নিগমের ভিজিল্যান্স উইং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে শুধু হাজার হাজার হুক লাইন বিচ্ছিন্নই করেনি, বরং জরিমানা হিসেবে রাজ্যের কোষাগারে উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ জমা করেছে।

নিগমের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজ্যে মোট ৫৪ হাজার ৬০৪টি অবৈধ হুক লাইন এবং বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই আট বছরে বিদ্যুৎ চোরদের বিরুদ্ধে মোট ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার বেশি জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকারও বেশি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে নিগম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত দুই অর্থবর্ষে এই অভিযানের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলেই জরিমানা আদায়ের পরিমাণও অনেক বেড়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে ৫ হাজার জনজাতি মহিলাকে বিনামূল্যে সুতা বণ্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ মার্চ: মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট মিশনের আওতায় আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমার চকমাঘাট ব্যারেজ সংলগ্ন স্থানে এলাকার জনজাতি মহিলাদের মধ্যে বিনামূল্যে সুতা বণ্টন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর ও মুঙ্গিয়াকামি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানগণ, খোয়াই জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়ার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও" প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষিত ও স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার জনজাতি মহিলাদের বিনামূল্যে সুতা প্রদান করে রিশা ও অন্যান্য বস্ত্র তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টি করছে, যাতে তারা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতিদের কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতি সুবিধাভোগীকে রাবার বাগান করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার কৃষক, শ্রমিক, যুবক, মহিলা এবং জনজাতিদের উন্নয়নের সরকার। জনজাতি সমাজপতিদের সম্মান জানিয়ে তাদের মাসিক ৫ হাজার টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হচ্ছে, যা পূর্ববর্তী কোনও সরকার দেয়নি। এছাড়া রাজ্যে সামাজিক ভাতা ২,০০০ টাকা করা হয়েছে।

বিশেষ অতিথি তথা ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, সমতলের পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকার জনজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও সরকার সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
06-03-2026, 01:08
আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে তিনদিনব্যাপী জাতীয়স্তরের বক্তৃতা কর্মশালা শুরু
নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ:ভি বিভিন্ন কলেজের ছাত্র—ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের মাতঙ্গিনী হলঘরে শুরু হ